POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد
وَلَقَدۡ نَصَرَکُمُ اللّٰہُ بِبَدۡرٍ وَّاَنۡتُمۡ اَذِلَّۃٌ

খণ্ড 2

গ্রাহক চাঁদা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

The Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 37

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার 14 ই সেপ্টেম্বর, 2017 14 তাবুক , 1396 হিজরী শামসী 22 যিল হাজ্জ1438 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযুর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

ডুই নামে এক ব্যক্তি আমেরিকার অধিবাসী ছিল। সে পয়গম্বরের দাবী করিয়াছিল। সে ইসলামের কঠোর দুশমন ছিল। তাহার ধারণা ছিল সে ইসলামের মূল উৎপাটন করিবে। সে হযরত ঈসাকে খোদা মানিত। আমার সহিত মোবাহালা (দোয়ার যুদ্ধ) করার জন্য আমি তাহাকে লিখিয়াছিলাম। এতদ্‌সঙ্গে ইহাও লিখিয়াছিলাম যে, যদি সে মোবাহালা না-ও করে, তবু খোদা তাহাকে ধ্বংস করিয়া দিবেন।

বাণী ঃ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)

২৮ নং নির্দশন: ইহা আত্মারামের সন্তানের মৃত্যু সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী। বস্তুতঃ তাহার দুই পুত্র (২০) দিনে মরিয়া গেল। এই ভবিষদ্বাণীর সাক্ষী ঐ দলের লোকেরা,যাহারা গুরুদাসপুরে আমার সহিত মোকদ্দমায় হাজির ছিল।

২৯ নং নির্দশন: ইহা গুরুদাসপুরের একস্ট্রা এসিস্টেন্ড ম্যাজিস্ট্রেট লালা চান্দুলালের পদাবনতি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী। বস্তুতঃ সে গুরুদাসপুর হইতে বদলী হইয়া মুলতানের মুনসেফ পদে চলিয়া গেল।

৩০ নং নিদর্শনঃ ডুই নামে এক ব্যক্তি আমেরিকার অধিবাসী ছিল। সে পয়গম্বরের দাবী করিয়াছিল। সে ইসলামের কঠোর দুশমন ছিল। তাহার ধারণা ছিল সে ইসলামের মূল উৎপাটন করিবে। সে হযরত ঈসাকে খোদা মানিত। আমার সহিত মোবাহালা (দোয়ার যুদ্ধ) করার জন্য আমি তাহাকে লিখিয়াছিলাম। এতদ্‌সঙ্গে ইহাও লিখিয়াছিলাম যে, যদি সে মোবাহালা না-ও করে, তবু খোদা তাহাকে ধ্বংস করিয়া দিবেন। বস্তুতঃ এই ভবিষ্যদ্বাণী আমেরিকার জন্য পত্র-পত্রিকাসমূহে ছাপাইয়া দেওয়া হইল এবং আমার নিজের ইংরেজী সাময়িকীতেও ছাপানো হইল। অবশেষে এই ভবিষ্যদ্বাণীর পরিণাম এই হইল যে, কয়েক লক্ষ টাকার জমিদারী তাহার হাত ছাড়া হইল এবং সে বড়ই লাঞ্ছনার শিকার হইল। অতঃপর সে পক্ষাঘাতে এইরূপে আক্রান্ত হইল যে, এক কদমও সে নিজে চলিতে পারে না। প্রত্যেক জায়গায় তাহাকে উঠাইয়া লইয়া যাইতে হয়। আমেরিকার ডাক্তারগণ রায় দিয়াছেন যে, এখন সে চিকিৎসার যোগ্য নহে এবং সম্ভবতঃ কয়েক মাসেই মরিয়া যাইবে।

৩১ নং নিদর্শনঃ ইহা ডাক্তার মার্টিন ক্লার্কের মোকদ্দমায় আমার নির্দোষ প্রমাণিত হওয়া সম্পর্কে ছিল। সে আমার বিরুদ্ধে খুনের মোকাদ্দমা দায়ের কয়িয়াছিল। বস্তুত এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আমি রেহাই পাইয়া গেলাম।

৩২ নং নিদর্শনঃ ইহা ট্যাক্স সম্পর্কিত মোকদ্দমার ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী। কোন কোন দুষ্ট লোক ইংরেজ সরকারের নিকট আমার সম্পর্কে এই সংবাদ দিয়াছিল যে, আমার আয় হাজার হাজার টাকা এবং আমার উপর ট্যাক্স ধার্য করা উচিত। খোদা তা'লা আমাকে জানান যে ইহাতে ঐ সকল লোক ব্যর্থ হইবে। বস্তুতঃ এইরূপ ঘটিল।

৩৩ নং নিদর্শনঃ আমাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য গুরুদাসপুরের ডেপুটি কমিশনার মিস্টার ডুই এর নিকট পুলিশ একটি ফৌজদারী মোকদ্দমা সাজাইয়া দিল। ইহার সম্পর্কে খোদা তা'লা আমাকে জানান যে, এইরূপ প্রচেষ্টাকারীরা ব্যর্থ মনোরথ হইবে। বস্তুতঃ এইরূপ ঘটিল। এ সম্পর্কে খোদা তা'লা আমাকে বলেন- انا تجالدنا فانقطع العدو واسبابه অথাৎ আমি খোদার তা'লার তলোয়ার দ্বারা যুদ্ধ করিয়াছি। অতএব পরিণাম এই হইল যে, দুশমন ধ্বংস হইয়া গেল এবং তাহাদের উপকরণও বিনষ্ট হইল। এখানে দুশমন দ্বারা একজন ডেপুটি ইনসপেক্টরকে বোঝানো হইয়াছে, যে অন্যায়ভাবে শত্রুতাবশতঃ মোকাদ্দমা সাজাইয়া ছিল। অবশেষে সে প্লেগে ধ্বংস হইল।

৩৪ নং নিদর্শনঃ এই যে আমার একটি ছেলে মারা গিয়াছিল। তাহাদের রীতি অনুযায়ী বিরুদ্ধবাদীরা এই ছেলের মৃত্যুতে খুব আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিল। তখন খোদা আমাকে সুসংবাদ দিয়া বলেন, ইহার বিনিময়ে শীঘ্রই অন্য একটি ছেলের জন্ম হইবে। তাহার নাম হবে মাহমুদ। একটি প্রাচীরে লিখিত তাহার নাম আমাকে দেখানো হইল। তখন আমি একটি সবুজ রঙের ইশতেহারে এই বিষয়টি হাজার হাজার সমর্থনকারী ও বিরুদ্ধবাদীর নিকট প্রকাশ করিলাম। তখনও ছেলের মৃত্যুর ৭০ দিন পার হয় নাই, এমন সময় এই ছেলের জন্ম হইয়া গেল এবং তাহার নাম মাহমুদ আহমদ রাখা হইল।

৩৫ নং নিদর্শনঃ এই যে, প্রথম ছেলে মাহমুদ আহমদের জন্ম হওয়ার পর আমার গৃহে আরও একটি ছেলের জন্ম হওয়ার সুসংবাদ খোদা আমাকে দেন। লোকদের নিকট ইহার ইশতেহারও আমি প্রকাশ করিলাম। বস্তুতঃ দ্বিতীয় ছেলের জন্ম হইল এবং তাহার নাম বশীর আহমদ রাখা হইল।

এরপর সাতের পাতায়.....

১২৩ তম জলসা সালানা কাদিয়ান

সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মুমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) কাদিয়ানের ১২৩ তম জলসা সালানার জন্য মঞ্জুরী প্রদান করেছেন। জলসার দিনগুলি হল- ২৯, ৩০ এবং ৩১ শে ডিসেম্বর, ২০১৭ (যথাক্রমে শুক্র, শনি, ও রবিবার)। জামাতের সদস্যগণ দোয়ার সাথে এই আশিসময় জলসায় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি শুরু করে দিন। আল্লাহ্‌ তা'লা আমাদের সকলকে এই ঐশী জলসা থেকে আশিসমন্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করুন। জলসার সার্বিক সফলতা এবং পুণ্যাত্মাদের জন্য এটিকে সত্য পথের দিশারী করে তোলার জন্য দোয়ারত থাকুন।

(নাযির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাযিয়া, কাদিয়ান)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্ত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়

মৌলানা আতাউল মুজীব রাশেদ

আল্লাহ তা'লা এই মানুষকে এই পৃথিবীতে এই উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন যেন সে একজন বান্দা রূপে নিজের জীবন অতিবাহিত করার মাধ্যমে আল্লাহ্‌ তা'লার নৈকট্য অর্জনের জন্য যাবতীয় পন্থা অবলম্বন করে যাতে এই পৃথিবী-রূপী কর্মশালা ত্যাগ করে দারুল জাযা বা পরকালে প্রত্যাবর্তন করার সময় নিজের উদ্দেশ্যে সফল বরে গণ্য হয় এবং ঐশী সন্তুষ্টির চিরন্তন জান্নাতে প্রবেশাধিকার পায়। এই মহান উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য খোদা তা'লা যে সব পন্থা মানুষকে শিখিয়েছেন সেগুলির মধ্যে একটি হল 'ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ' বা আল্লাহ্‌র পথে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে নিষ্ঠাসহকারে ব্যয় করা। এই প্রবন্ধে আমি এই বিষয়ের উপর আপনাদের সামনে কিছু কথা তুলে ধরব।

আয়াতে কুরআনীয়াঃ

আল্লাহ্‌ তা'লা মোমেনদের পথ প্রদর্শনের জন্য কুরআন করীম রূপে যে পূর্ণ শরীয়ত অবর্তীর্ণ করেছেন এবং যেটিকে মানবজাতির জন্য পথ-প্রদর্শন নামে অভিহিত করা হয়েছে, এবং বিশেষ করে খোদা-ভীরু ব্যক্তিদের জন্য এটি অবশ্যই পথ-প্রদর্শন। কুরআনে প্রত্যেক এমন বিষয় স্পষ্টরূপে বর্ণনা করা হয়েছে যা মানুষের জীবনের উদ্দেশ্যে সাধনের জন্য প্রয়োজন হতে পারে। এই বিষয়গুলির মধ্যে একটি 'ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ' বা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার সঙ্গে সম্পর্ক রাখে। যেভাবে এ বিষয়টির গুরুত্ব কুরআন করীমে বর্ণনা করা হয়েছে তাতে এর গুরুত্ব স্পষ্ট হয়। এবং একথাও জানা যায় যে, এই পথ অবলম্বন করার মাধ্যমেই মানুষ তার জীবনের উদ্দেশ্যে সফল হতে পারে।

কুরআন করীম অধ্যায়ন করলে প্রারম্ভেই যে আয়াতের প্রতি আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় সেটি হল-

ذٰلِكَ الۡكِتٰبُ لَا رَيۡبَ فِيۡهِ هُدًى لِّلۡمُتَّقِيۡنَ

(আল-বাকারা: ৩)

অর্থাৎ এটিই সেই মহান গ্রন্থ যাতে কোন বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই এবং এটি মুত্তাকীদের জন্য পথ-প্রদর্শনের মাধ্যম। এখানে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, মুত্তাকী কারা এবং মানুষ মুত্তাকী কিভাবে হতে পারে? এই দু'টি প্রশ্নের উত্তর এভাবে দেওয়া হয়েছে-

الَّذِيۡنَ يُؤۡمِنُوۡنَ بِالۡغَيۡبِ وَيُقِيۡمُوۡنَ الصَّلٰوةَ
وَمِمَّا رَزَقۡنٰهُمۡ يُنۡفِقُوۡنَ (سورة البقرة:4)

অর্থাৎ মুত্তাকী তারা, যারা অদৃশ্যের উপর ঈমান আনে, নামায কায়েম করে এবং যা কিছু আমরা তাকে দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।

এতে মুত্তাকী যাদের চূড়ান্ত পরিণতি হল সফলতা, মূলত তাদের দু'টি বৈশিষ্টের উল্লেখ করা হয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যদ্বয় দ্বারা তাদেরকে স্পষ্টরূপে সনাক্ত করা যেতে পারে। আর এই সেই মাধ্যম যার দ্বারা তাকওয়ার পথে পরিচালিত হয়ে মানুষ জীবনের উদ্দেশ্য অর্জনে সফলতা লাভ করে এবং খোদার প্রিয় ও নৈকট্যভাজন হয়।

এই আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'লা তাকওয়া সন্ধানী এবং তাকওয়ার অসীম ও অনন্ত পথের পথিকদের একটি লক্ষণে একথা বর্ণনা করেছেন যে, তার জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্ত এমনভাবে অতিবাহিত হয় যেন তার মধ্যে (খোদার সত্তায়) বিলীনতার ভাব ফুটে ওঠে। সে এই পরম সত্যকে যথার্থরূপে উপলব্ধি করে যে, যা কিছু পেয়েছে তা সবই খোদার অনুগ্রহে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এই বিষয়টিকে এভাবে বর্ণনা করেছেন-

'সব কুছ তেরি আতা হ্যায়, ঘর সে তো কুছ না লায়ে'

অর্থাৎ সবই তো তোমার দান বা অনুগ্রহ, কিছুই তো সঙ্গে করে নিয়ে আসি নি।

নিজেকে এই দৃঢ় বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত করার পর একজন মুমিনের গোটা জীবন এমনভাবে অতিবাহিত হয় যে, সে প্রত্যেকটি বস্তুকে খোদা তা'লার দান হিসেবে বিশ্বাস করে উৎফুল্ল চিত্তে এবং দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে খোদার পথে ব্যয় করে এবং এই ধারা সে আজীবন অব্যাহত রাখে। নিজের প্রাণ, সম্পদ, সময়, সম্মান এবং খোদা প্রদত্ত শক্তি ও সামর্থের প্রতিটি বিন্দু সে খোদার পথে ব্যয় করতে থাকে। সমস্ত কিছু উৎসর্গ করার পরও হৃদয়ের গভীর থেকে সে এই বাণীই শুনতে পায়।

জান দি, দি হুই উসি কি থী। হক তো ইয়েহ হ্যায় কি হক আদা না হুয়া।

অর্থাৎ আমার নিজের প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করলাম, কিন্তু সেটিও তাঁরই দান। সত্য কথা এটাই যে, আমি নিজেই কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হলাম।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

খোদা সে ওহী লোগ করতে হ্যাঁয় পেয়ার, জো সব কুছ হি করতে হ্যাঁ উসপে নিসার,

উসি ফিক্‌র মেঁ রেহতে হ্যাঁ রোয ও শাব, কি রাজি ওহ দিলদার হোতা হ্যায় কব,

অর্থাৎ খোদাকে তারাই ভালবাসে যারা তাঁর জন্য সমস্ত কিছু উৎসর্গ করে দেয়। এবং সেই প্রিয়তম খোদা কোন উপায়ে সন্তুষ্ট হবে, সেই চিন্তায় দিবারাত্রি মগ্ন থাকে।

ধর্মীয় প্রয়োজনের উদ্দেশ্যে খোদার পথে ধন-সম্পদ ব্যয় করার বিষয়ে কুরআন করীমে একাধিক স্থানে উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহ্‌ তা'লা বার বার এবিষয়ের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, অদৃশ্য দ্রষ্টা খোদা তোমাদের যাবতীয় কুরবানী সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন এবং তিনি হলেন পরম দানশীল খোদা যিনি তোমাদের পুণ্যের প্রতিদান অগণিত হারে দিয়ে থাকেন। এবং তিনি যার জন্য ইচ্ছা করেন, এই প্রতিদান অসীমভাবে বৃদ্ধি করেন।

আল্লাহ তা'লা ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহকে জেহাদ ও ব্যবসা নামে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوا هَلۡ أَدُلُّكُمۡ عَلٰى تِجَارَةٍ
تُنۡجِيۡكُمۡ مِّنۡ عَذَابٍ أَلِيۡمٍ - تُؤۡمِنُوۡنَ بِاللّٰهِ
وَرَسُوۡلِهٖ وَتُجَاهِدُوۡنَ فِيۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ
بِأَمۡوَالِكُمۡ وَأَنۡفُسِكُمۡ ط ذٰلِكُمۡ خَيۡرٌ لَّكُمۡ
إِنۡ كُنۡتُمۡ تَعۡلَمُوۡنَ- يَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوۡبَكُمۡ
وَيُدۡخِلۡكُمۡ جَنّٰتٍ تَجۡرِيۡ مِنۡ تَحۡتِهَا الۡأَنۡهٰرُ
وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيۡ جَنّٰتِ عَدۡنٍ ط ذٰلِكَ
الۡفَوۡزُ الۡعَظِيۡمُ - وَأُخۡرٰى تُحِبُّوۡنَهَا نَصۡرٌ مِّنَ
اللّٰهِ وَفَتۡحٌ قَرِيۡبٌ ط وَبَشِّرِ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ.

অর্থঃ হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! আমি কি তোমাদিগকে এমন এক বানিজ্যের সন্ধান দিব যাহা তোমাদিগকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব হইতে রক্ষা করিবে?

(উহা এই যে) তোমরা আল্লাহ ও তাঁহার রসূলে উপর ঈমান আন এবং নিজেদের ধন-সম্পদ এবং জীবন দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ কর। ইহাই তোমাদের জন্য কল্যাণজনক যদি তোমরা জ্ঞান রাখ।

(ফলে) তিনি তোমাদিগকে তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করিয়া দিবেন এবং তোমাদিগকে প্রবিষ্ট করিবেন এমন জান্নাতসমূহে যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত থাকিবে এবং পবিত্র ও মনোরম আবাসসমূহে চিরস্থায়ী জান্নাতসমূহের মধ্যে; ইহাই পরম সত্য।

(ইহা ছাড়া) আরও কিছু রহিয়াছে যাহা তোমরা ভালবাস- উহা হইতেছে আল্লাহ্‌র সাহায্য এবং আসন্ন বিজয়, সুতরাং মোমেনগণকে সুসংবাদ দাও।

(আস্-সাফ: ১১-১৪)

এই আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'লা তাঁর পথে ব্যয় করার বরকতের বিষয়ে সবিস্তারে উল্লেখ করেছেন। বস্তুজগতে পাওয়া পুরস্কারসমূহ, ঐশী সাহায্য ও বিজয়ের কথা উল্লেখ করার পাশাপাশি পরজগতে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি, পাপের ক্ষমা লাভ এবং আল্লাহ তা'লার সন্তুষ্টির চিরস্থায়ী জান্নাতে প্রবেশের সুসংবাদ দিয়েছেন। স্পষ্টতই, আর্থিক ত্যাগ স্বীকারের মাধ্যমে আল্লাহ্‌ তা'লার এই সমস্ত কৃপারাজি আল্লাহ পথে সংগ্রামকারী ব্যক্তিরা পেয়ে থাকে এবং তাদের আঁচল ইহজাগতিক এবং পরজাগতিক পুরস্কারাজি দ্বারা পূর্ণ থাকে।

এই বিষয়টিকেই অপর একটি আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে-

إِنَّ اللّٰهَ اشۡتَرٰى مِنَ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ أَنۡفُسَهُمۡ
وَأَمۡوَالَهُمۡ بِأَنَّ لَهُمُ الۡجَنَّةَ

অর্থঃ নিশ্চয় আল্লাহ মোমেনগণের নিকট হইতে তাহাদের জীবন এবং তাহাদের ধন-সম্পদ ক্রয় করিয়া লইয়াছেন এবং জন্য যে, তাহাদের জন্য জান্নাত আছে।

(আত-তওবা: ১১২)

যে ব্যক্তি প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী খোদা তা'লার পক্ষ থেকে নিজের জীবদ্দশাতেই জান্নাতের সুসংবাদ লাভ করে, সে যে নিজের গন্তব্য পৌঁছে গেছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই আয়াতের শেষভাগে আল্লাহ তা'লা আর্থিক ত্যাগ স্বীকারকারী মুজাহিদ বা সংগ্রামকারীদেরকে স্পষ্ট ভাষায় সুসংবাদ দান করেছেন যে, নিজেদের রক্ত ঘাম করে উপার্জিত বৈধ সম্পদ থেকে আমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে উৎসর্গকারী! আমি তোমাদেরকে জানাচ্ছি যে,

فَاسۡتَبۡشِرُوۡا بِبَيۡعِكُمُ الَّذِيۡ بَايَعۡتُمۡ بِهٖ
وَذٰلِكَ هُوَ الۡفَوۡزُ الۡعَظِيۡمُ

অতএব তোমরা তোমাদের এই ব্যবসায় খুশী হও, যে ব্যবসা তোমরা তাঁহার সহিত করিয়াছ, এবং উহাই হইতেছে মহা সফলতা।

(আত-তওবা: ১১২)

পরম দয়ালু ও কৃপালু খোদার আমাদের উপর কত বড় অনুগ্রহ যে, তিনিই আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই আমাদের জীবন দান করেছেন এবং তাঁরই প্রদত্ত শক্তি ও সামর্থ্য দ্বারা আমরা উপার্জান করছি। তাঁরই কৃপা ও অনুগ্রহে উপার্জিত সম্পদের একাংশ যখন তাঁর উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হয়, তখন সেই রিযিক দাতা প্রীত হয়ে জান্নাতের সুসংবাদ দান করেন। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, একজন মোমিনের জন্য এর থেকে বড় কোন পুরস্কার নেই যাকে ফউযে আযীম বা মহান সফলতা বলা যেতে পারে।

খোদার পথে ব্যয়করা এবং এই পথে অলসতা বা অবহেলা করা থেকে বিরত থাকার জন্য আল্লাহ তা'লা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন তিনি বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا أَنۡفِقُوۡا مِمَّا رَزَقۡنَاكُمۡ
مِّنۡ قَبۡلِ أَنۡ يَّأۡتِيَ يَوۡمٌ لَّا بَيۡعٌ فِيۡهِ وَلَا خُلَّةٌ
وَّلَا شَفَاعَةٌ ط وَالۡكَافِرُوۡنَ هُمُ الظّٰلِمُوۡن

অর্থঃ হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! আমরা তোমাদিগকে যে রিযিক দান করিয়াছি উহা হইতে খরচ কর সেই দিন আসিবার পূর্বে যেদিন কোন ক্রয়-বিক্রয় এবং বন্ধুত্ব এবং শাফায়াত (সুপারিশ) চলিবে না; বস্তুত কাফেরগণই যালেম।

(আল-বাকারা: ২৫৬)

এখানে একটি কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, খোদার পথে যারা ব্যয় করে না আল্লাহ্‌ তা'লা তাদেরকে অত্যাচারী আখ্যায়িত করেছেন। স্পষ্টতই, পরকালে যে মহান সফলতা পাওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তার তুলনায়

এরপর আটের পাতায়.......

জুমআর খুতবা

প্রত্যেক আহমদী যে নিজেকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বয়আতের অন্তর্ভুক্ত মনে করে তারা নিজেদের আধ্যাত্মিক, নৈতিক, জ্ঞানগত এবং বিশ্বাসগত ক্ষেত্রে উন্নতির জন্য এক অঙ্গীকার করে। এবং এই যুগে যখন আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এম.টি.এ.-এর নেয়ামতে ধন্য করেছেন, জামা'তী অনুষ্ঠানমালা, জলসা, খুতবা আর সবচেয়ে বড় কথা হল বয়আতের প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক বয়আতে এম.টি.এ. ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ আহমদী এতে যোগ দেয়। তাই প্রত্যেক এমন আহমদী, সে জন্মসূত্রেই হোক বা নিজে বয়আত করে জামাতে আসুক, একথা বলতে পারবে না যে, বয়আতের অঙ্গীকার সম্পর্কে আমাদের জানা নেই।

অতএব, যে বিষয়ের প্রয়োজন সেটি হল-বয়আত করার পর বয়আতের খুটিনাটি এবং বিশদ বিষয়াদি আমাদের জানার চেষ্টা করা উচিত আর বয়আতের অঙ্গীকারকে সামনে রাখা উচিত।

কিন্তু যাচাই করলে বোঝা যাবে যে, আমাদের মাঝে একটি বড় শ্রেণি এমন আছে, যারা বয়আতের অঙ্গীকার করা সত্ত্বেও এসব মেনে চলে না।

তাই আহমদী উকিল এবং উভয়পক্ষের উচিত নিজেদের বয়আতের অঙ্গীকার ও খোদাভীতিকে নিজেদের স্বার্থের উপর প্রাধান্য দেওয়া।

একজন মু'মিনের দায়িত্ব হবে ঝগড়া বিবাদকে প্রলম্বিত না করে, নাছোড় মনোবৃত্তি প্রদর্শন না করে খোদার সন্তুষ্টির জন্য নিজের হৃদয়কে কোমল করা এবং জামা'তের ব্যবস্থাপনা বা বিচার বিভাগে নিজেদের ঝগড়াবিবাদ নিয়ে আসা। এ চেষ্টা থাকা উচিত যে, আমরা পরস্পর ভাই ভাই আর আমাদেরকে এসব ভুল বোঝাবুঝি বা বৈধ-অবৈধ অভিযোগ ও অনুযোগ দূরীভূত করে পারস্পরিক প্রেম-প্রীতি এবং ভালোবাসার পরিবেশে জীবন অতিবাহিত করব।

আমাদেরকে যদি ঝগড়াবিবাদের নিষ্পত্তি করতে হয় তাহলে আমাদের হঠকারিতা পরিত্যাগ করতে হবে। বরং ঝগড়াবিবাদ নিরসনের জন্য অনেক সময় নিজের অধিকার প্রাপ্য হলেও সে অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পক্ষকে সুযোগ দিতে হয়। আর অনেক সময় কিছুটা অধিকার ছেড়েও দিতে হয়।

খোদার দয়া এবং ক্ষমা যদি পেতে হয় তবে আমাদের এ পৃথিবীতে পারস্পরিক বিষয়ে একে অন্যের সাথে দয়া-মায়া এবং কোমলতাপূর্ণ ব্যবহার করা উচিত। শুধু নিজের অধিকার নিয়ে আমাদের ভাবলে চলবে না।

পারস্পরিক লেনদেন, ঋণ গ্রহণ এবং ঋণ পরিশোধের বিষয়ে সততা এবং বিশ্বস্ততার আচরণ করা এবং কাযা বা বিচার বিভাগের সিদ্ধান্তকে মেনে নেওয়া, হঠকারিতা এবং আমিত্ব ত্যাগ করার বিষয়ে কুরআন এবং হাদীসের উদ্ধৃতির আলোকে ইসলামী শিক্ষার বর্ণনা এবং জামাতের সদস্যদের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ উপদেশাবলী।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের হাদিকাতুল মাহদী থেকে প্রদত্ত ১১ ই আগস্ট , ২০১৭, এর জুমুআর খুতবা (১১ যাহুর , ১৩৯৬ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّينِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ صِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّينَ۔

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন- প্রত্যেক আহমদী যে নিজেকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বয়আতের অন্তর্ভুক্ত মনে করে তারা নিজেদের আধ্যাত্মিক, নৈতিক, জ্ঞানগত এবং বিশ্বাসগত ক্ষেত্রে উন্নতির জন্য এক অঙ্গীকার করে। এবং এই যুগে যখন আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এম.টি.এ.-এর নেয়ামতে ধন্য করেছেন, জামা'তী অনুষ্ঠানমালা, জলসা, খুতবা আর সবচেয়ে বড় কথা হল বয়আতের প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক বয়আতে এম.টি.এ. ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ আহমদী এতে যোগ দেয়। তাই প্রত্যেক এমন আহমদী, সে জন্মসূত্রেই হোক বা নিজে বয়আত করে জামাতে আসুক, একথা বলতে পারবে না যে, বয়আতের অঙ্গীকার সম্পর্কে আমাদের জানা নেই।

অতএব, যে বিষয়ের প্রয়োজন সেটি হল-বয়আত করার পর বয়আতের খুটিনাটি এবং বিশদ বিষয়াদি আমাদের জানার চেষ্টা করা উচিত আর বয়আতের অঙ্গীকারকে সামনে রাখা উচিত। বয়আতের শর্তাবলীতে বর্ণিত চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধনের দিকটি যদি আমরা সামনে রাখি তাহলে আমাদের চারিত্রিক মান, সামাজিক সম্পর্ক, লেনদেন সংক্রান্ত বিষয়াদি, ব্যাবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়াদি দৈনন্দিন লেনদেন, পারিবারিক বিষয়াদি, এসব ক্ষেত্রেই অসাধারণ উন্নতি সাধিত হতে পারে। কিন্তু আমাদের অনেকেই এমন আছে, যারা এখনো সেসব মান অর্জন করা থেকে অনেক পিছিয়ে আছে, যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের মাঝে দেখতে চান। প্রেক্ষাপটে বয়আতের শর্তাবলীতে যেসব বিষয়ের প্রতি তিনি (আ.) মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন তার কয়েকটি হল - মিথ্যা বলবে না, অন্যায় করবে না, বিশ্বাসঘাতকতা এড়িয়ে চলবে, প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার কাছে পরাভূত হবে না, সাধারণ সৃষ্টিকে মোটের উপর আর বিশেষ করে মুসলমানদেরকে প্রবৃত্তির তাড়নায় হাত বা মুখ দ্বারা কোন প্রকার কষ্ট দিবে না, অহংকার করবে না, বিনয় অবলম্বন করবে, সব সময় উত্তম ও সদাচরণের মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করবে, মোটের উপর সার্বিকভাবে মানবজাতির কল্যাণ সাধনের ও উপকার করা চেষ্টা করবে।"

(ইযালায়ে আওহাম, রূহানী খাযায়েন, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা: ৫৬৩-৫৬৪)

আমরা যদি এসব কথার প্রতি মনোযোগ দিই তাহলে যেভাবে আমি বলেছি, আমরা আমাদের চারিত্রিক মানের উন্নয়ন করতে পারি, নিজেদের মাঝে উন্নত চরিত্র সৃষ্টি করতে পারি আর শুধু উন্নত চারিত্রিক মানেই পৌঁছাতে পারব না বরং এর শিখরও আমরা স্পর্শ করতে পারব। কিন্তু যাচাই করলে বোঝা যাবে যে, আমাদের মাঝে একটি বড় শ্রেণি এমন আছে, যারা বয়আতের অঙ্গীকার করা সত্ত্বেও এসব মেনে চলে না। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা ব্যক্তিগতভাবে এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন না হই, যেখানে নিজেদের অধিকার বিসর্জন দিয়ে বা নিজেকে কষ্টের মুখে ঠেলে দিয়ে উন্নত নৈতিক চরিত্র অবলম্বন করতে হয়, সেখানে আমরা দাবির সাথে বলি, আমাদেরকে অবশ্যই উন্নত চরিত্র প্রদর্শন করা উচিত আর যে এরূপ করে না সে অনেক বড় অন্যায় করে, কিন্তু নিজেরা যখন সরাসরি প্রভাবিত হই তখন আমাদের বেশিরভাগই নৈতিক সৌন্দর্যের কথা ভুলে যাই। প্রয়োজনে তারা নিজেদের কথাকে

এমন বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে যে, তাতে সত্যের কোন অংশই অবশিষ্ট থাকে না। বরং নিজেদের অধিকারের জন্য অনেক সময় অনেকে অন্যায়ও করে বসে, অনেক সময় বিশ্বাসঘাতকতা বা দুর্নীতিরও আশ্রয় নেয় অথবা দুর্নীতি ও বিশ্বাসঘাতকতা থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য মিথ্যা সাক্ষ্য উপস্থাপন করে। হাত দ্বারা না হলেও মৌখিকভাবে নিজের লক্ষ্য অর্জনের জন্য অন্যদের কষ্ট দেয়। বিনয়ের পরিবর্তে অহমিকা তাদের উপর প্রভুত্ব করে আর প্রায় সময় কমবেশি অহংকারেরও বহিঃপ্রকাশ হতে দেখা যায়। বিচার বিভাগীয় কিছু বিষয় আমার সামনে এসে থাকে তাতে আমি দেখেছি, মিথ্যা এবং সত্য প্রমাণ করার পরিবর্তে, নিজের অধিকার আদায়ের পরিবর্তে হঠকারিতা এবং এমন নাছোড় মনোবৃত্তির বহিঃপ্রকাশ তাদের পক্ষ থেকে ঘটে যে, দেখে আশ্চর্য হতে হয়। ব্যাবসা-বাণিজ্যে সত্যের উপর ভিত্তি রাখার পরিবর্তে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার প্রতি বেশি দৃষ্টি থাকে। বরং এর সাথে আরও একটি বিষয় যোগ হয় আর তা হল, উভয়পক্ষ যে উকিল নিযুক্ত করে তারা পেশাদারি দক্ষতা এবং নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের লক্ষ্যে এমনভাবে কথা বলে, যা মিথ্যা হয়ে থাকে, তা লেনদেন বিষয়ক হোক বা স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া-বিবাদ হোক অথবা যে কোন বিষয়ই হোক না কেন। উকিলদের কারণে বিবাদ দীর্ঘায়িত হয়। তাই আহমদী উকিল এবং উভয়পক্ষের উচিত নিজেদের বয়আতের অঙ্গীকার ও খোদাভীতিকে নিজেদের স্বার্থের উপর প্রাধান্য দেওয়া। স্পষ্টতই, ঝগড়াবিবাদ তখনই হয় যখন বৈধ এবং অবৈধ অভিযোগ ও অনুযোগ করা আরম্ভ হয়ে যায় বা কুধারণা পোষণ করা আরম্ভ হয়। এমন সময় একজন মু'মিনের দায়িত্ব হবে ঝগড়া বিবাদকে প্রলম্বিত না করে, নাছোড় মনোবৃত্তি প্রদর্শন না করে খোদার সন্তুষ্টির জন্য নিজের হৃদয়কে কোমল করা এবং জামা'তের ব্যবস্থাপনা বা বিচার বিভাগে নিজেদের ঝগড়াবিবাদ নিয়ে আসা। এ চেষ্টা থাকা উচিত যে, আমরা পরস্পর ভাই ভাই আর আমাদেরকে এসব ভুল বোঝাবুঝি বা বৈধ-অবৈধ অভিযোগ ও অনুযোগ দূরীভূত করে পারস্পরিক প্রেম-প্রীতি এবং ভালোবাসার পরিবেশে জীবন অতিবাহিত করব। কিন্তু যার অধিকার প্রদান করার থাকে এবং যার অধিকার প্রাপ্য হয় উভয়ই যদি নাছোড় প্রকৃতির হয়ে থাকে তাহলে জামা'তী ব্যবস্থাপনা হোক বা বিচার বিভাগ হোক অথবা সরকারি আদলতই হোক না কেন, যতই ন্যায় ভিত্তিক সিদ্ধান্ত তারা করুক না কেন কখনো সমস্যার নিষ্পত্তি হয় না। নিম্ন থেকে উচ্চ আদালতে আপিল হতে থাকে আর যদি জামাতীয় বিচার বিভাগের শরণাপন্ন পক্ষদ্বয়ের মাঝে যদি পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট কাযাবোর্ডও কোন রায় প্রদান করে তবুও অধিকার প্রদান করা যার দায়িত্ব অনেক সময় সে অধিকার খর্ব করে এবং অধিকার দেয় না বা সিদ্ধান্ত সে গ্রহণ করে না অথবা আমাকে লিখে বসে যে, আমাদের উপর অনেক যুলুম হয়েছে, আপনি নিজেই খতিয়ে দেখুন আর এ অভিযোগের কোনও শেষ নেই। সত্যিকার অর্থে আমি যেভাবে বলেছি, এমনটি হয়ে থাকে নিজের অহংকার এবং হঠকারিতার কারণে।

অতএব, আমাদেরকে যদি ঝগড়াবিবাদের নিষ্পত্তি করতে হয় তাহলে আমাদের হঠকারিতা পরিত্যাগ করতে হবে। বরং ঝগড়াবিবাদ নিরসনের জন্য অনেক সময় নিজের অধিকার প্রাপ্য হলেও সে অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পক্ষকে সুযোগ দিতে হয়। আর অনেক সময় কিছুটা অধিকার ছেড়েও দিতে হয়। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে কী শিক্ষা দিয়েছেন? আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

(সূরা আল বাকারা ২৮১) অর্থাৎ, কেউ যদি অসচ্ছল হয়ে থাকে, সচ্ছলতা লাভ হওয়া পর্যন্ত তাকে সুযোগ দেওয়া উচিত, যদি তোমরা ঋণ ক্ষমা করে দাও তাহলে এটি অতি উত্তম যদি তোমরা জানতে। তোমাদের জানা উচিত যে, তোমরাও এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পার যখন তোমরা নিরুপায় হবে। আর সবচেয়ে বড় বিষয় হল, অনেক বিষয়েই আল্লাহ্ তা'লা ছাড় দিয়ে থাকেন। সর্বশক্তির আধার আল্লাহ্ তা'লা যদি আমাদেরকে আমাদের সমস্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে পাকড়াও করা আরম্ভ করেন তাহলে আমাদের কোন উপায় থাকবে না। তাই পারস্পরিক বিষয়াদিতে নম্র ও সৌম্য ব্যবহার করা এবং সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা আমাদের জন্য আবশ্যক। এটি একটি নীতিগত শিক্ষা। দৈনন্দিন বিষয়েও, ব্যাবসাবাণিজ্যের ক্ষেত্রেও এবং ঋণের লেনদেনের বিষয়েও এ বিষয়গুলো আমাদের সামনে রাখা উচিত।

মহানবী (সা.)ও বার বার মু'মিনদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করেছেন এবং বলেছেন, তোমরা যদি এ পৃথিবীতে দয়া-মায়া, নমনীয়তা ও কোমলতাপূর্ণ ব্যবহার কর, তাহলে আকাশে আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের সাথে কোমল ব্যবহার করবেন। (সুনান আবুদ দাউদ, কিতাবুল আদাব) নতুবা সব সময় স্মরণ রাখা উচিত যে, একদিন আমাদেরও হিসাব হবে। আল্লাহ্ যদি শুধু হক বা অধিকারের ভিত্তিতে বিচার করেন তাহলে ক্ষমা পাওয়া কঠিন হবে। অতএব, খোদার দয়া এবং ক্ষমা যদি পেতে হয় তবে আমাদের এ পৃথিবীতে পারস্পরিক বিষয়ে একে অন্যের সাথে দয়া-মায়া এবং কোমলতাপূর্ণ ব্যবহার করা উচিত। শুধু নিজের অধিকার নিয়ে আমাদের ভাবলে চলবে না।

মহানবী (সা.) ঋণগ্রহীতার প্রতি ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে নমনীয়তাপূর্ণ আচরণের কারণে ঋণদাতার পক্ষে পুণ্যের শুভসংবাদ দিয়েছেন। এক হাদীসে আছে, মহানবী (সা.) বলেছেন– যে ব্যক্তিকে ঋণের অর্থ আদায় করতে হবে সে যদি নির্ধারিত মেয়াদ অতিবাহিত হওয়ার পরও ঋণী ব্যক্তিকে ছাড় দেয় তাহলে এরপর অতিবাহিত প্রতিটি দিন তার জন্য সদকা হিসাবে বিবেচিত হবে। (সুনান ইবনে মাজা, কিতাবুস সাদকা)

রসূলে করীম (সা.) এক জায়গায় বলেছেন, সদকা ও খায়রাত তোমাদের বিপদাপদ ও সমস্যাবলীকে দূরীভূত করে।

(কুনযুল আমাল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৪৮)

অতএব, এটি কত লাভজনক একটি ব্যবসা! ভাইকে সুযোগ দেওয়া পুণ্যের ভাগীও করছে আর অনেক বিপদাপদ থেকেও আমাদের রক্ষা করছে। অতএব, সামান্য পুণ্যকেও খোদা তা'লা প্রতিদান ছাড়া রাখেন না। আমরা যদি কুরআনের এই সোনালী নীতিকে স্মরণ রাখি এবং রসূলে করীম (সা.)-এর উক্তি সামনে রাখি তাহলে এক শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। অশান্তি ছড়াতে পারে না, মনমালিন্য দীর্ঘ হতে পারে না। রায় কার্যকরী প্রতিষ্ঠানগুলোকে সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে না। তারা এ ঝগড়াবিবাদ মিটানোর পরিবর্তে গঠনমূলক কোন কাজে মনোযোগ দিতে পারে। বিচার বিভাগেরও সমস্যা হয় না, যদিও বিচার বিভাগ এই কাজের জন্যই গঠন করা হয়েছে। কিন্তু সিদ্ধান্ত মানার ক্ষেত্রে উভয়পক্ষ যদি নমনীয় মনোবৃত্তি রাখে তাহলে অনর্থক সমস্যা হওয়ার কথা নয়। অনেক সময় একটি বিষয় বেশি দীর্ঘ হওয়ার কারণে অন্যান্য মামলা প্রভাবিত হয় আর উভয় পক্ষ যারা কাযায় আসা বা আদালতে যাওয়া অথবা উকিল নিয়োগ করার যে খরচ আছে তা থেকেও রেহাই পেতে পারে। অনেক সময় মানুষ এতটা নাছোড় হয়ে থাকে যে, ক্ষয়-ক্ষতি সহ্য করবে কিন্তু চায় সিদ্ধান্ত তাদের পক্ষে হোক। এর জন্য যতদূরেই যেতে হোক না কেন তারা যাবে। যেভাবে আমি বলেছি, অনেকে বা কোন কোন পক্ষ আমাকেও লিখে যে, হুযূর! এখন আপনিই এ বিষয়টি খতিয়ে দেখুন। যদি আমিত্ব না থাকে, হঠকারিতা না থাকে তাহলে আমারও এসব বৃথা কার্যকলাপে সময় নষ্ট হতো না। আমি অনেক সময় অনেক বিষয় দেখার পর উভয় পক্ষকে যখন উত্তর দিই, সেই উত্তর যদি তাদের মনঃপুত না হয় তাহলেও তারা নিজেদের কথায় অনড় ও অটল থাকে আর বলে, 'আমরাই সত্যের উপর রয়েছি'। আর এ কথাই বলে যে, 'সিদ্ধান্ত আমাদের পক্ষেই হতে হবে আর দ্বিতীয় পক্ষকে আমরা কোন ছাড়ও দেব না। আমার স্পষ্টভাবে লেখার পরও অনেক সময় একান্ত হঠকারিতা প্রদর্শন করে তৃতীয় বা চতুর্থ মাসে চিঠি পাঠিয়ে দেয় যে, আমরা আমাদের বিষয়ে লিখেছিলাম আর আমরাই ন্যায়ের উপর রয়েছি, এ বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করা উচিত। আমাদের প্রাপ্য অধিকার আমাদেরকে দেওয়া হোক।

আমি এ কথা বলব না যে, আমাদের বিচার বিভাগের সিদ্ধান্ত শতভাগ সঠিক কিন্তু শতকরা ৮০/৮৫ ভাগ সঠিক হয়ে থাকে আর যেসব সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করা হয় সেগুলোর দৃষ্টিকোণ থেকে সঠিক হয়ে থাকে। বিচার বিভাগীয় রায় ভুল হলেও তাদের নিয়্যত সম্পর্ক সন্দেহ করা যেতে পারে না। নিজেদের পক্ষ থেকে তারা সঠিক মন-মানসিকতা নিয়ে রায় প্রদান করে। অতএব, এক পক্ষের দৃষ্টিতে যদি তার অধিকার পাওয়ার থাকে কিন্তু সিদ্ধান্ত যদি তার বিরুদ্ধে যায় তাহলে কাজী বা কাযাকে অভিযুক্ত করা উচিত নয়। অনেকের অভিযুক্ত করার বদভ্যাস থেকে থাকে। তারা তথ্য অনুসারেই রায় দিয়ে থাকেন। সিদ্ধান্তে যদি কোন অস্পষ্টতা থাকে বা দ্বিতীয় কোন পক্ষের মতে যদি এ সিদ্ধান্তে কোন সন্দেহ থেকে থাকে এবং ভুল-ভ্রান্তির আশঙ্কা করে তাহলে কোন পক্ষের অনুরোধে আমি নিজেও অনেক সময় দেখার জন্য ফাইল চেয়ে পাঠাই। কিন্তু যেভাবে আমি বলেছি– অধিকাংশ সিদ্ধান্ত সঠিক হয়ে থাকে। শুধু কুধারণার কারণেই হৃদয়ে সন্দেহকে স্থান দেওয়া হয়। তাই কুধারণা এড়িয়ে চলা উচিত। কুধারণা আরেকটি পাপের পথ খুলে দেয়।

বিচার বিভাগীয় বিষয়াদি সরাসরি লেনদেন সংক্রান্ত বা ব্যাবসাবাণিজ্য সংক্রান্ত হোক অথবা পারিবারিকই হোক না কেন, সকল ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রতিটি বিষয়ই আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত বিষয়ে পর্যবসিত হয়। কারো অধিকার প্রদান বা বিভিন্ন জিনিস আদান-প্রদান অথবা স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়াবিবাদ সংক্রান্ত বিষয়ও আর্থিক বিষয়ের সাথে সম্পর্ক রাখে আর ব্যবসায়িক লেনদেন তো সরাসরি অর্থ সংক্রান্তই হয়ে থাকে। সব ঝগড়া-বিবাদে আর্থিক বিষয়াদি থেকেই থাকে। সুযোগ-সুবিধা দেওয়া বা ছাড়

দেওয়ার যে নীতি রয়েছে, সর্বত্রই এটি থাকা উচিত। পারিবারিক বিষয়ে, নগদ অর্থ চাওয়া, লেনদেনের ক্ষেত্রেও প্রায় সময় টাকাপয়সার দাবি থেকে থাকে। পারিবারিক জীবনে বা পারিবারিক ঝগড়াবিবাদের ক্ষেত্রে আমি যেভাবে বলেছি দেনমোহর আদায়ের বিষয়টি আসে। এটিও এক প্রকার ঋণ যা স্বামীর জন্য প্রদেয় হয়ে থাকে কিন্তু অনেক সময় মেয়ে পক্ষ ছেলের সাধ্য ও সামর্থ্যের অতীত দেনমোহর লেখানো হয়ে থাকে। একদিকে ছেলে বাধ্য হয় ঋণ পরিশোধ করতে, কেননা দেনমোহর এক প্রকার ঋণ হয়ে থাকে। অপরদিকে মেয়ে পক্ষও সীমা ছাড়িয়ে যায়, তারা বেশি দেনমোহর নির্ধারণ করে কোনভাবে ছেলেকে বেঁধে রাখার জন্য, যা ছেলের জন্য শোধ করা কঠিন হয়ে থাকে। দ্বিতীয় পক্ষের তা শোধ করা শুধু কঠিনই হয় না বরং তার জন্য তা সাধ্যাতীত হয়ে থাকে। বিচার বিভাগ যদি ছেলের অবস্থা সামনে রেখে দেনমোহর লাঘব করে তাহলে দ্বিতীয় পক্ষ আপত্তি করা আরম্ভ করে। অনুরূপভাবে সরাসরি ঋণ আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে বিচার বিভাগ পরিস্থিতি অনুসারে যদি কিস্তি নির্ধারণ করে সে ক্ষেত্রেও দ্বিতীয় পক্ষের আপত্তি থাকে।

আমরা আহমদীরা একটি শান্তিপূর্ণ সমাজের কথা জগদ্বাসীকে বলে থাকি। এমন ক্ষেত্রে আমাদেরকেও নিজেদের প্রতিটি বিষয়ে সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা উচিত। সাহাবীরা (রা.) পারস্পারিক বিষয়ে কেমন ব্যবহার করতেন, এর প্রতিফলন একটি ঘটনায় দেখা যায়। হযরত আবু কাতাদার সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে যে, এক মুসলমান তার কাছে ঋণী ছিল। তিনি যখনই তার কাছে ঋণের অর্থ চাইতে যেতেন, সেই ব্যক্তি গা ঢাকা দিত। তিনি একদিন যান এবং ছেলের কাছে জানতে পারেন যে, সে ঘরেই আছে। তিনি বাইরে থেকে আওয়াজ দেন এবং বলেন যে, আমি জানতে পেরেছি, তুমি ঘরেই আছ, তাই এখন লুকিয়ে থেকে কোন লাভ নেই। বাইরে এস, আমার সাথে কথা বল। সেই ব্যক্তি বাইরে এলে হযরত আবু কাতাদাহ তাকে আত্মগোপন করার কারণ জিজ্ঞেস করেন। সে ব্যক্তি বলে যে, আসল কথা হল আমি একান্ত অসচ্ছল, আমার আর্থিক অবস্থা শোচনীয়, কিছুই নেই আমার কাছে। এছাড়াও আমার সন্তানসন্ততির সংখ্যাও বেশি, তাদের চাহিদাও পুরণ করতে হয়। তখন আবু কাতাদাহ বলেন, সত্যিই কি বিষয় এমনই, যেমনটি তুমি বলছ? সেই ব্যক্তি বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! এটিই আমার অবস্থা। তখন হযরত আবু কাতাদাহ তার পুরো ঋণ ক্ষমা করে দিলেন।

(সহী মুসলিম, কিতাবুল মুসাকাত)

অতএব এই আচরণই মু'মিনদের মধ্যে পারস্পরিক প্রেম-প্রীতি ও সৌহার্দ্য গড়ে তোলে যার ফলে একটি শান্তিপূর্ণ পরিবেশ তৈরী হয়। কিন্তু ঋণী ব্যক্তির অবস্থাও এই ঘটনার মাধ্যমে ফুটে উঠে। সেই ব্যক্তি হঠকারী ছিল না বা ঋণের অর্থ আত্মসাৎকারী ছিল না। বরং তার চেতনা ছিল, ঋণ পরিশোধ করতে না পারার কারণে সে লজ্জিত ছিল। এই কারণে আত্মগোপন করে বেড়াত। এই কথা বলত না যে, ফেরত দিব না। কিন্তু আজকাল এমন বিষয়ও সামনে আসে যা এর সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র তুলে ধরে। ঋণ করে আর একই সাথে এটিও প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে, আমরা ঋণ নিই নি। অতএব শান্তিপূর্ণ সমাজ উভয় পক্ষের আচরণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যে ব্যক্তি টাকা দেয় বা যে প্রাপক তার পক্ষ থেকে সুযোগ প্রদান আর ঋণী ব্যক্তি ঋণ ফেরত দেয়া যার দায়িত্ব, তার পক্ষ থেকে দায়িত্ববোধ এবং ঋণ ফেরত দেওয়ার সচেতনতার কারণে হতে পারে।

অতএব, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করার পর আমাদের নিজেদের ভিতর এ ধরণের চেতনাবোধ সৃষ্টি করতে হবে। বিচার বিভাগ সুযোগ দিক বা না দিক বা বিচার বিভাগ কাউকে ঋণ পরিশোধে বাধ্য করুক বা না করুক, যার টাকা পাওনা থাকে তাকে কোমল ব্যবহার করা উচিত, ছাড় দেওয়া উচিত আর ঋণী ব্যক্তির ঋণ পরিশোধের সচেতনতা সৃষ্টি করে পরিশোধের সর্বাত্মক চেষ্টা করা উচিত।

টাকা ফেরত না দেওয়ার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করা সংক্রান্ত একটি ঘটনা হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন। তিনি বলেন-

"কাদিয়ানে এক ব্যক্তির গৃহ সংক্রান্ত মামলা ছিল। ভাড়াটিয়া, ঘর খালি করছিল না। ঘরের মালিক কাদিয়ানে থাকত না, সেনাবহিনীতে চাকরি করত। বছরে কয়েক দিনের জন্য কাদিয়ানে আসত।" হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, "আমি সেই ব্যক্তিকে বললাম, তুমি সেনাবাহিনীতে চাকরি কর, বছরে ১৫/২০ দিনের জন্য কাদিয়ানে আস, এই সময়টুকু তুমি দারুয যিয়াফতেও কাটাতে পার বা নিজের কোন বন্ধুর কাছে অবস্থান করতে পার, এখন এখানে বসতবাড়ির অভাব রয়েছে। যদি ভাড়াটিয়াকে তুমি নিজের কয়েক দিনের অবস্থানের জন্য ঘর থেকে বের কর তাহলে তার বড় কষ্ট হবে। এরপর তিনি তাকে একটা দৃষ্টান্ত দিয়েছেন যে, দেখ, সাহাবীরা বহিরাগত অতিথিদের নিজেদের ঘরও দিয়ে দিতেন, কিন্তু তুমি ১০/১৫ দিন থাকার জন্য সেই ব্যক্তিকে ঘর থেকে বের করে দিতে চাও যে ব্যক্তি সাড়ে এগার মাস ঘরে থাকে? তিনি বলেন যে, তার উপর আমার এই কথার গভীর প্রভাব পড়ে। তিনি বলেন, হুযূর, আপনি সঠিক বলছেন, তাকে বিরক্ত করা আমার ভুল কিন্তু আপনি সেই ভাড়াটিয়াকেও বলুন, সে গত ৮/৯ মাস থেকে আমার ভাড়া দিচ্ছে না,। যে কারণে আমি ভাবলাম যে, ঘর খালি করাব। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে, তখন আমি তাকে বললাম যে, তোমার কারণটি যুক্তিযুক্ত, তোমার কোন দোষ নেই। যে ব্যক্তি মোকাদ্দমা করেছে তারই দোষ। সে একথা বলছে না যে, আমি এত মাস ধরে ভাড়া দিই নি। তিনি বলেন যে, তখন আমার অবস্থা বড় অদ্ভুত ছিল, আমি ঘরের মালিক তার মন গলানোর জন্য চেষ্টা করি কিন্তু সে এমন একটি কথা বলে বসে আমার কাছে যার কোন উত্তর ছিল না। দ্বিতীয় পক্ষ যদি ভাড়া দিয়ে দিত তাহলে আমি প্রায় জিতে গিয়েছিলাম। অর্থাৎ যে সিদ্ধান্তে রাজি করাতে চাইছিলাম তা হয়ে যেত। কিন্তু সেই ব্যক্তি অর্থাৎ ভাড়াটিয়া ভাড়াও দেয়নি এবং ঘরের উপর দখলও বজায় রাখতে চায়। তিনি বলেন আমার অবস্থা তখন সেই পাঠানের মত ছিল যে কোথাও শুনে রেখেছিল যে, কাউকে কলেমা পাঠ করালে বা করাতে পারলে মানুষ জান্নাতে চলে যায়। সে এক হিন্দুকে ধরে বলে যে, কলেমা পাঠ কর, হিন্দু বলে যে আমি হিন্দু, কলেমার সাথে আমার কি সম্পর্ক। সে বলে, না পড়তে হবে। তরবারী বের করে সে বলে নইলে আমি তোকে হত্যা করব। হিন্দু বলে যে ঠিক আছে, আমাকে কলেমা পড়াও। পাঠান বলে তুমি নিজেই পড়, আমি পড়াব না, হিন্দু বলে আমি কিভাবে পড়ব? আমি তো জানিই না কলেমা কাকে বলে, তুমি মুসলমান তুমি নিজে আমাকে পড়াও। তুমি নিশ্চয় কলেমা জান। পাঠান বলে আমি তো কলেমা জানি না। আজকে আমার দুর্ভাগ্য, নাহলে তোমাকে কলেমা পাঠ করিয়ে জান্নাতে চলে যেতাম। তিনি বলেন, অনুরূপভাবে আমি নসীহত করে ঘরের মালিকের মন নরম করেছি এরপর যখন তার মন গলে যায় সে এমন এক কথা বলে বসে যে, আমার কলেমা সেখানেই থেকে গেল। দ্বিতীয় পক্ষ যদি ভাড়া পরিশোধ করত আর তার অধিকার পদদলিত না করত তাহলে ঘরের মালিককে আমি কলেমা পড়িয়েই দিতাম।

(আনওয়ারুল উলুম, ১৮তম খণ্ড,পৃষ্ঠা: ২২০-২২১)

অতএব, মু'মিনদের পরস্পরের প্রাপ্য অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে তৎপর হওয়া উচিত। শুধু একটি ঘটনা নয় এটি, এমন অনেক ঘটনা রয়েছে। তাই বিষয়াদি যখন কাযা বিভাগে আসে বা খলীফার সামনে উপস্থাপন করা হয় সব কথা সত্য ভিত্তিক হওয়া উচিত। পরে খলীফায়ে ওয়াক্তকে যেন লজ্জিত হতে না হয়। তাকে লজ্জার হাত থেকে বা অসম্মানের হাত থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করা উচিত।

আজকে যেভাবে আমি বলেছি, অনেক এমন বিষয় রয়েছে, যার পাওনা থাকে তার মন নরম করলেও যে অধিকার প্রদান করবে তার আচরণ বিষয়কে এগোতে দেয় না আর একই সাথে এই অভিযোগও করে যে আমাদের সাথে নমনীয়তা প্রদর্শন করা হচ্ছে না।

সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য কি কি বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত? সমাজ কতটা সুন্দর হওয়া উচিত? উভয় পক্ষের অধিকার বা দায়িত্ব কিভাবে পালন করা উচিত? এ সম্পর্কে মহানবী (সা.)-এর কিছু উক্তি আমি উপস্থাপন করছি।

পারস্পরিক বিষয়ে নমনীয়তা প্রদর্শনকারীদের জন্য দোয়া করতে গিয়ে মহা নবী (সা.) বলেন: যে মানুষের জন্য সাচ্ছন্দ্য সৃষ্টি করে ব্যাবসা করার সময় বা ক্রয়-বিক্রয়ের সময় এবং ঋণ ফেরত নেওয়ার সময় আল্লাহ্ এমন ব্যক্তির প্রতি দয়া প্রদর্শন করুন। (সহী বুখারী, কিতাবুল বুয়ূ) পুনরায় যারা সহজ সাধ্যতা সৃষ্টি করে এমন ব্যক্তিকে শুভসংবাদ দিতে গিয়ে আর অন্যদের অনুপ্রাণিত করতে গিয়ে মহানবী (সা.) বলেছেন- আল্লাহ্ তা'লা এক ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করেন, যে ক্রয় করার সময় এবং বিক্রয়ের সময় আর ঋণ দেওয়ার সময় বা ঋণের টাকা ফেরত চাওয়ার সময় সহজ সাধ্যতা সৃষ্টি করে। এই বিষয়ই তাকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করেছে। (সহী বুখারী)

আরেকটি হাদীসে আছে মহানবী (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি অসচ্ছল ঋণী ব্যক্তিকে ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে অবকাশ দেয় বা ক্ষমা করে কেয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তা'লা তাকে নিজের আরশের নিচে ছায়া প্রদান করবেন যখন আল্লাহ্‌র ছায়া ছাড়া অন্য কোন ছায়া থাকবে না।

(সুনান তিরমিযি, আবওয়াবুল বুয়ূ)

এরপর মহানবী (সা.) এক ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ্ তা'লার ক্ষমাপূর্ণ ব্যবহারের কথা বলতে গিয়ে বলেন- এক ব্যবসায়ী মানুষকে ঋণ দিত, কোন অসচ্ছল ব্যক্তিকে দেখলে সে তার ভৃত্যদেরকে বলত যে, যদি এই ব্যক্তির ভুলভ্রান্তি উপেক্ষা কর তাহলে হয়তো আল্লাহ্ তা'লাও আমাদের ভুলভ্রান্তি উপেক্ষা করবেন। তিনি বলেন, তার এই আমলের বা কর্মের কারণে আল্লাহ্ তা'লা তার ভুলভ্রান্তি উপেক্ষা করেছেন। (সহী বুখারী, কিতাবুল বুয়ু)

অতএব, যাদের সাধ্য এবং সামর্থ্য আছে, আদালতে ঝগড়া বিবাদের পিছনে বৃথা সময় এবং বৃথা টাকা নষ্ট করার পরিবর্তে তাদের উচিত যথাসাধ্য সুযোগ সুবিধা দেওয়া।

কিন্তু ইসলাম কেবল একথাই বলে না যে কেবল ঋণদাতারাই সুযোগ সুবিধা দিবে বা যাদের অধিকার প্রাপ্য রয়েছে কেবল তারাই সুযোগ-সুবিধা দিবে। ইসলাম এমন এক সমাজ সৃষ্টি করতে চায় আর উভয় পক্ষকে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে যার ফলে হৃদয়ের ঘৃণা - বিদ্বেষ দূরীভূত হয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। তাই যার কিছু প্রাপ্য প্রদানের দায়িত্ব রয়েছে তাকেও ইসলাম নসীহত করে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) যে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, আরো অনেক এমন দৃষ্টান্ত সামনে আসে, কোন সমস্যা না থাকলেও মানুষ অনেক সময় প্রাপ্য প্রদানের ক্ষেত্রে অজুহাত দাঁড় করায়। এমন মানুষকে নেযাম বা ব্যবস্থাপনা কখনও সমর্থন করবে না বা এমন মানুষের সঙ্গ দিতে পারে না। ব্যবস্থাপনা যদি এমন মানুষেরই সঙ্গ দেওয়া আরম্ভ করে তাহলে অপরের অধিকার আত্মসাৎকারীরা লাগামহীন হয়ে পড়বে। আর শান্তির পরিবর্তে সমাজে ফেতনা বা নৈরাজ্য সৃষ্টি হবে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বয়আতের শর্তাবলীর এটিও একটি শর্ত রয়েছে যে, আমি ফ্যাসাদ এবং অশান্তি এড়িয়ে চলার চেষ্টা করব।

(ইযালায়ে আওহাম, রূহানী খাযায়েন, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৫৬৪)

মহানবী (সা.) এ সম্পর্কে এটিও আমাদেরকে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি (সা.) বলেন যে, "সম্পদশালী ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ করার ক্ষেত্রে টালবাহানা করা অন্যায়। এমন কোন ব্যক্তির পিছু ধাওয়া করতে যদি তোমাদেরকে বলা হয় তাহলে এমন অজুহাত এবং বাহানা সৃষ্টিকারী ব্যক্তির পিছু ধাওয়া করা উচিত। অর্থাৎ অন্যের অধিকার প্রদানে এবং ঋণ পরিশোধে তাকে বাধ্য করা উচিত । (সহী বুখারী, কিতাবুল হাওলাত)

এখানে কোন নমনীয়তা প্রদর্শনের প্রশ্ন নেই। কোন সুযোগ সুবিধা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। কেননা তার সুযোগ আছে, তার সামর্থ্য আছে বরং আমি যেভাবে বলেছি, যদি এমনটি করা না হয় তবে এরফলে আত্মসাৎকারী এবং অধিকার খর্বকারীরা ধৃষ্ট হয়ে উঠবে ।

পুনরায় মহানবী (সা.) বলেন যে, ঋণী ব্যক্তির ঋণ পরিশোধে অজুহাত দেখানো তাকে অসম্মানের যোগ্য করে তোলে এবং শাস্তি পাওয়া তার জন্য বৈধ হয়ে যায়। (সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল আকযিয়া)

তাই এমন আত্মসাৎকারীদের এবং অধিকার খর্বকারীদের শাস্তি দেওয়া জামা'তের ব্যবস্থাপনার জন্য আবশ্যক। যদি সে ঋণ পরিশোধ না করে আর বিচার বিভাগের বা কাযা বিভাগের সিদ্ধান্ত অনুসারে অধিকার খর্বকারীরা শাস্তি পায় তাহলে তাদের প্রতি নমনীয়তা প্রদর্শন করা হয় নি বলে হৈচৈ করার কোন অধিকার নেই। জামা'তের ব্যবস্থাপনাকে আল্লাহ্ তা'লা এবং রসূল (সা.) সেই ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়ার অধিকার দিয়েছেন। সরকারি আইনও এমন লোকদের শাস্তি দিয়ে থাকে।

মহানবী (সা.)-এর একটি বড় সতর্কবাণী রয়েছে যা সেই লোকদের সাথে সম্পর্ক রাখে যারা অন্যের প্রাপ্য অধিকার দেয় না। অপরের অধিকার আত্মসাৎকারী যদি এই হাদীসটিকে সামনে রাখে তবে তারা এ থেকে বিরত থাকে। তিনি (সা.) বলেন: যে ব্যক্তি মানুষের কাছ থেকে ফেরত দেওয়ার মানসিকতায় ঋণ নেয় আল্লাহ্ তা'লা তার পক্ষ থেকেই পরিশোধ করিয়ে দিবেন। যে ব্যক্তি সম্পদ ভক্ষণ এবং আত্মসাৎ এর উদ্দেশ্যে ঋণ করবে আল্লাহ তা'লা তার সম্পদ ধ্বংস করবেন।

(সহী বুখারী, কিতাবুল ইসতেকরায)

অতএব, উদ্দেশ্য যদি সৎ থাকে, মানসিকতা যদি স্বচ্ছ থাকে আল্লাহ্ তা'লা ফেরত দেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করেন এবং ঋণ দাতার মনকে নরম করেন। কিন্তু যদি নিয়্যতই যদি সচ্ছ না হয়, অসৎ তাহলে আল্লাহ্ তা'লাও তাকে শাস্তি দেন। রসূলে করীম (সা.) সচরাচর এমন ব্যক্তির জানাযাও পড়তেন না, যে ঋণী হত আর তার সম্পত্তি এবং নগদ অর্থ যদি সেই ঋণ পরিশোধ করার জন্য পর্যাপ্ত না হত। (সহী বুখারী, কিতাবুল হাওয়ালাত)

মহানবী (সা.) ঋণ মুক্ত থাকার জন্য দোয়াও করতেন বরং ঋণ এবং কুফরকে এক সাথে বর্ণনা করেছেন। একটি বর্ণনায় আছে যে, সাহাবী বলেন যে, আমি মহানবী (সা.)-কে এটি বলতে শুনেছি যে, আমি অবিশ্বাস অর্থাৎ কুফর এবং ঋণ থেকে আল্লাহ্র আশ্রয়ে আসছি। এক সাহাবী বলেন যে, হে আল্লাহ্র রসূল! ঋণ করা কি কুফর বা অবিশ্বাসের সমান? মহানবী (সা.) বললেন যে, হ্যাঁ। (সুনান আন-নিসাঈ, কিতাবুল ইসতেয়াযা) এই বিষয়ের সমধিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় হযরত আয়েশা (রা.)-র একটি উক্তিতে। তিনি বলেন, মহানবী (সা.) নামাযে এই দোয়া করতেন, হে আল্লাহ্! আমি পাপ এবং ঋণ থেকে তোমার আশ্রয়ে আসছি। কোন ব্যক্তি বলেন যে, হে আল্লাহ্র রসূল! আপনি ঋণের বিষয়ে আল্লাহ্র কাছে এত বেশি আশ্রয় কেন প্রার্থনা করেন? তিনি (সা.) বলেন যে, এক ব্যক্তি যখন ঋণী হয়ে যায় কথা বলার সময় সে মিথ্যা বলে আর প্রতিশ্রুতি করে তা ভঙ্গ করে।

(সহী বুখারী কিতাবুল আযান)

আর এ কারণেই আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া উচিত। ঋণ গ্রহীতার যথাসাধ্য ঋণ করা থেকে দূরে থাকা উচিত আর ঋণ যদি করেই থাকে ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে সচেতন থাকা উচিত। অধিকার বা কারো প্রাপ্য প্রদানও ঋণ ফেরত দেওয়ার মতই একটি বিষয় এবং তা প্রদানের বিষয়ে আন্তরিক ভাবে চেষ্টা করা উচিত। কাযা বিভাগের সিদ্ধান্তের পর যদি কারো অধিকার বা ঋণ ক্ষমা করাতে হয় তাহলে দ্বিতীয় পক্ষের কাছে যাওয়া উচিত ঋণ ক্ষমা করানোর জন্য, যার প্রাপ্য আছে সেই ক্ষমা করতে পারে। তাই জামা'তের সদস্যদের এদিকে অনেক বেশি মনোযোগ দেওয়া উচিত।

ঋণ পরিশোধ সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) একটি ব্যবস্থাপত্রের কথা উল্লেখ করেছেন। অনেকেই ঋণ সম্পর্কে লিখে থাকে, তারা এর উপর আমল করে দেখুন। তিনি বলেন, অনেক বেশি ইস্তেগফার কর। দ্বিতীয়তঃ অপব্যয় করা এড়িয়ে চল। অধিকাংশ সময় মানুষ ঋণ করে এ জন্য যে, তারা অপব্যয়ে অভ্যস্ত হয়ে থাকে। তাদের চাওয়া পাওয়ার বহর ক্রমশ দীর্ঘ হতে থাকে। তৃতীয়ত তিনি বলেন, এক পয়সাও যদি পাও তাহলে ঋণ দাতাকে দিয়ে দাও।

(বদর পত্রিকা, ৯ ই নভেম্বর, ১৯১৩)

অল্প স্বল্প পয়সাও যদি কোন জায়গা থেকে আসে তবে নিজের ঘরের ব্যয় নির্বাহের পর যতটা পার ঋণমুক্ত হওয়ার প্রতি মনোযোগ দাও। পয়সা সঞ্চয় কর বা কিস্তিতে পরিশোধ করতে থাক। যাইহোক, একটা সদিচ্ছা থাকা উচিত যে, যত অল্প পয়সাই আসুক না কেন নিজেকে কষ্টের মুখে ঠেলে দিয়ে যদি সাশ্রয় হয় তবে সাশ্রয় করা উচিত এবং ঋণ পরিশোধ করা উচিত।

অনেকে শখ পুরণ করতে ঋণ করে বসে। এটি একটি অপব্যায়। বড় বড় কার ক্রয় করে। কেউ লিখেছে যে, আমার কাছে গাড়ি আছে কিন্তু অমুক কার আমার খুব পছন্দের। কিন্তু এখন পয়সা নেই। আমি কি ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে গাড়ি ক্রয় করতে পারি? একবার মানুষ যদি ঋণ করে তাহলে ক্রমশ ঋণের চোরা বালিতে সে ডুবতে থাকে। তাই এমন বৃথা চাওয়া পাওয়া থেকে দূরে থাকা উচিত। অনুরূপভাবে অনেকেই ব্যবসা আরম্ভ করেছে। তাদের কোন অভিজ্ঞতা নেই, ব্যাবসার নামে মানুষের কাছ থেকে টাকা নিয়েছে। অভিজ্ঞতা না থাকার কারণে পুরো ব্যাবসা ডুবে যায়। নিজেও বিপন্ন হয় আর মানুষের পয়সাও নিয়ে ডুবে। এমন লোকদের সাবধান থাকা উচিত। আর যারা এমন লোকদের পয়সা দিয়ে পরে অভিযোগ, মামলা মোকাদ্দমা করে, তাদের আগেই ভেবে চিন্তে ঋণ দেওয়া উচিত। কারণ তাদের নিজেদের পয়সাও নষ্ট হয় এবং যাকে টাকা দেওয়া হয় তাকেও অনেক সময় মন্দাভিপ্রায় পেয়ে বসে বা তাদের ফেরত দেওয়ার কোন সদিচ্ছাই থাকে না আর এ কারণে তারা মামলায় জড়িয়ে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়। তাই আমাদেরকে এসব বিষয়ে এড়িয়ে চলতে হবে যেন এক শান্তিপূর্ণ ও স্থিতিশীল সমাজ আমাদের মাঝে প্রতিষ্ঠিত হয়।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের জীবনে প্রকৃত মু'মিন সুলভ বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করার তৌফিক দিন যেন আমরা শান্তিপূর্ণ এক সমাজ গড়ে তুলতে পারি আর উন্নত চারিত্রিক মান যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের মাঝে দেখতে চেয়েছেন, যার কথা কুরআনে উল্লেখ আছে, যার প্রতি মহানবী (সা.)ও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, তা যেন আমরা অবলম্বন করতে পারি।

বদর পত্রিকায় নিজস্ব প্রবন্ধ প্রকাশে ইচ্ছুক বন্ধুরা ই-মেলের মাধ্যমে নিজেদের লেখা পাঠাতে পারেন।

Email: banglabadar@hotmail.com

তাহরীকে জাদীদের শেষ তিন মাস

যথা শীঘ্র নিজেদের চাঁদা একশভাগ পরিশোধ করার জন্য জামাতের সদস্যদের নিকট আবেদন

যেরূপ আপনারা অবগত আছেন যে, ১লা নভেম্বর আরম্ভ হয়ে ৩১ শে অক্টোবর তারিখে তাহরীকে জাদীদের ওয়াদাসমূহের সময়সীমা সমাপ্ত হয়। এই দিক থেকে ৩১ শে জুলাই পর্যন্ত এই বছরের নবম মাসটি অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। তাহরীকে জাদীদের চাঁদা যথা শীঘ্র পরিশোধ করার বিষয়ে তাহরীকে জাদীদের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) তাকিদপূর্ণ নির্দেশ দিয়ে বলেছেন: " জামাতের সদস্যদের চেষ্টা করা উচিত, তাহরীকে জাদীদের চাঁদা যেন শীঘ্র পরিশোধ হয়। এটি বছরের শেষ পর্যন্ত বাকী পড়ে থাকা কাম্য নয়। এক দিনের পুণ্যও কোন অংশে কম নয় যে, সেটিকে ত্যাগ করা হবে।"

পৃথিবীর দূর-দূরান্তের দেশে ইসলামের প্রচার ও প্রসার কার্যেই যেহেতু তাহরীকে জাদীদের চাঁদার সিংহভাগ ব্যয় হয়, এই কারণে হুযুর আনোয়ার তাহরীকে জাদীদের সেক্রেটারীদেরকেও নির্দেশ দিয়েছেন: যেহেতু তাহরীকে জাদীদে কাজের জন্য শীঘ্রই অর্থের প্রয়োজন, অতএব সেক্রেটারীদেরকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, (আদায়কৃত চাঁদার) অর্থ নিজেদের কাছে গচ্ছিত রাখবেন না, বরং সঙ্গে সঙ্গে সেক্রেটারী মালের (ওকীকুল মাল তাহরীকে জাদীদ) নামে পাঠাতে থাকুন। (পুস্তক মালি কুরবানিয়াঁ, পৃষ্ঠা: ৩৪)

সমস্ত জেলা স্তরীয় ও স্থানীয় আমীর এবং জামাতের সদর ও তাহরীকে জাদীদ সেক্রেটারীদের নিকট আবেদন করা হচ্ছে যে, তারা নিজের নিজের জামাতের বাজেট অনুসারে জামাতের নিষ্ঠাবান সদস্যদের চাঁদার ওয়াদার একশত ভাগ আদায়ের বিষয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করুন এবং তাহরীকে জাদীদের ইন্সপেক্টদের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করার মাধ্যমে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর দোয়ার অংশীদার হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করুন।

আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের চেষ্টাকে গ্রহণীয়তার মর্যাদা দিন, জামাতের নিষ্ঠাবান সদস্যদের ধন-সম্পদে অসাধারণ বরকত প্রদান করুন এবং তাদেরকে নিজ ফযল, বরকত ও রমহত দানে ভুষিত করুন। আমীন

(ওকীকুল মাল তাহরীকে জাদীদ, কাদিয়ান)

নশর ও ইশাত-এ D.T.P সেন্টার-এর জন্য মহিলা কর্মী চায়।

নাযারত নশর ও ইশায়াত, সদর আঞ্জুমান আহমদীয়ায় একজন কম্পিউটার অপরেটার চায়। লাজনা প্রত্যাশীরা নিজেদের আবেদন যাবতীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা বিষয়ক সার্টিফিকেটের এটেস্টেড ফটোকপি ও নাযারত দিওয়ান থেকে আবেদন পত্র সংগ্রহ করে তা পূর্ণ করে জামাতের আমীর/সদর/ সদর লাজনার অনুমোদন সহকারে দুই মাসের মধ্যে পাঠিয়ে দিন।

শর্তাবলী:

প্রত্যাশীর শিক্ষাগত যোগ্যতা কমপক্ষে উচ্চমাধ্যমিক হতে হবে। (দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ) হিন্দী, উর্দু, আরবী ও ইংরেজি লিখতে ও পড়তে জানতে হবে।

(২) হিন্দী টাইপিং-এ দক্ষতা এবং কমপক্ষে এক বছরের অভিজ্ঞতা থাকা চায়।

(৩) হিন্দী টাইপিং কি-বোর্ড না দেখে কম্পোজ করা জানতে হবে। এক ঘন্টায় অন্তত ৩০০ টি শব্দ টাইপ করতে সক্ষম হওয়া চায়।

(৪) হিন্দী টাইপিং In-Design সফ্টওয়ারে চানক্য ইউনিকোড ফন্টে লেখা জানতে হবে।

(৫) কম্পিউটার সাইন্সে ডিপ্লোমা থাকা চায়।

(৬) এছাড়াও ইনপেজ, এম.এস ওয়ার্ড -এর বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞান থাকতে হবে।

(৭) ওয়াকফে যিন্দগী এবং ওয়াকফে নও লাজনারা নিজেদের রেফারেন্স মঞ্জুরী নাম্বারও লিখবেন।

(৮) আবেদন পত্রে নিজের পিতা/ স্বামী/ অভিভাবকের অনুমোদনের স্বাক্ষর থাকতে হবে।

(৯) প্রত্যাশীদেরকে ইন্টারভিউয়ের দিনক্ষণের বিষয়ে পরে জানানো হবে। এছাড়াও কাদিয়ান যাতায়াতের ব্যয়ভার নিজেকেই বহন করতে হবে।

(১০) কাদিয়ানে বাসস্থানের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব প্রত্যাশীর নিজের।

(নাযির দিওয়ান, সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া কাদিয়ান)

একের পাতার পর.....

৩৬তম নিদর্শনঃ এই যে, বশীর আহমদের পর খোদা আমাকে আরও একটি ছেলের জন্ম হওয়ার সুসংবাদ দেন। বস্তুতঃ ঐ সুসংবাদটিও ইশতেহারের মাধ্যমে লোকদের নিকট প্রকাশ করা হইল। ইহার পর তৃতীয় ছেলের জন্ম হইল এবং তাহার নাম শরীফ আহমদ রাখা হইল।

৩৭ নং নিদর্শনঃ এই যে, ইহার পর খোদা তা'লা গর্ভাবস্থায় একটি মেয়ের সুসংবাদ দেন এবং তাহার সম্পর্কে বলেন تُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ অর্থাৎ অলংকারাদির মধ্যে লালিত-পালিত হইবে। অর্থাৎ না শৈশবে মারা যাইবে না অভাব-অনটন দেখিবে। বস্তুতঃ ইহার পর মেয়ের জন্ম হইল। তাহার নাম মোবারাকা বেগম রাখা হইল। তাহার জন্মের সাত দিন পর ঠিক আকিকার দিন এই সংবাদ আসিল যে, হুবহু ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী পণ্ডিত লেখরাম কাহারো হাতে মারা গেল। ইহাতে একই সময়ে দুইটি নিদর্শন পূর্ণ হইল।

৩৮ নং নিদর্শনঃ এই যে, মেয়ের পর আমাকে আরো একটি পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হইল। বস্তুতঃ পুরাতন রীতি অনুযায়ী এই সুসংবাদটি প্রকাশ করা হইল। অতঃপর ছেলের জন্ম হইল। তাহার নাম মোবারক আহমদ রাখা হইল।

৩৯ নং নিদর্শনঃ এই যে, আমাকে খোদায়ী ওহীর মাধ্যমে জানানো হইল যে, আরো একটি মেয়ের জন্ম হইবে। কিন্তু সে মরিয়া যাইবে। বস্তুতঃ নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই ঐ ওহী বহু লোককে জানানো হইল। ইহার পর ঐ মেয়ের জন্ম হইল এবং কয়েক মাস পরে সে মরিয়া গেল।

৪০ নং নিদর্শন ঃ এই যে, এই মেয়ের পর আরো একটি মেয়ের সুসংবাদ দেওয়া হইল, যাহার ভাষা ছিল 'দুখতে কেরাম' (অর্থাৎ সম্মানিত মেয়ে-অনুবাদক)। বস্তুতঃ এই ইলহামটি আল্ হাকাম এবং আল-বদর পত্রিকায় এবং সম্ভবতঃ এই দুইটি পত্রিকার একটিতে প্রকাশ করা হইল। অতঃপর মেয়ের জন্ম হইল। তাহার নাম আমাতুল হাফিয রাখা হইল। সে এখনো জীবিত আছে।

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, ২২তম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২২৬-২২৮)

বারোর পাতার পর........

আয়াত রয়েছে। এটি তো হল অভিযোগমূলক উত্তর।

হুযুর বলেন: দ্বিতীয় কথা হল, ১৩ বছর পর্যন্ত আঁ হযরত (সা.) এবং তাঁর সঙ্গীদের উপর অত্যাচার হতে থাকল। কিন্তু তবুও আল্লাহ্ তা'লা যুদ্ধ করার অনুমতি দেন নি। যখন সীমা ছাড়িয়ে গেল, আঁ হযরত (সা.) এবং তাঁর সাথীরা হিজরত করলেন। হিজরত করার দেড় বছর পর কুফ্ফাররা আক্রমণ করলে কুরআন করীমের এই আয়াত নাযেল হয় যাতে মুসলমানদেরকে প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়। সুরা হজ্জের ৪০ ও ৪১ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা যুদ্ধের আদেশ দিলেন। আর এই যুদ্ধের উদ্দেশ্য ছিল ধর্মকে রক্ষা করা। এই আয়াতে লেখা আছে যে, বিরুদ্ধবাদীদের আক্রমণের পরিস্থিতিতে, মন্দির, মসজিদ, গীর্জাঘর, ইহুদীদের উপাসনাগার কোন কিছুই সুরক্ষিত থাকবে না। সেই চরম মূহুর্তে যখন অনুমতি দেওয়া হয় তা ছিল ধর্মকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: প্রকৃত ইসলামি ইতিহাস থেকেও একথাই প্রমাণিত হয়। তবে পাশ্চাত্যবিদদের ইতিহাস ছাড়া, যারা নিজেদের ইতিহাসে একথা প্রমাণ করেছে যে, ইসলাম আক্রমণ করেছে। অথচ ইসলাম কখনও আক্রমণ করে নি। যতক্ষণ পর্যন্ত না ইসলামকে সমূলে উৎপাটন করার জন্য এবং নির্যাতন নিপীড়ন করার জন্য তাদের উপর আক্রমণ করা হয়েছে আঁ হযরত (সা.) কোন উত্তর দেন নি। এই কারণেই এই ধরণের একটি যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে আঁ হযরত (সা.) বললেন, এখন আমরা ছোট জেহাদ থেকে বড় জেহাদের দিকে ফিরে যাচ্ছি। আর সেটি হল কুরআন করীমের শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের জন্য সংগ্রাম বা জিহাদ। অতঃপর হুদাইবিয়ার সন্ধির পর শান্তি ও নিরাপত্তার কিছু সময় অতিবাহিত হল। এই সময়কালে ইসলাম ধর্ম যুদ্ধ চলাকালীন সময়ের থেকে অনেক দ্রুত বিস্তার লাভ করেছিল। অতএব যুদ্ধ বা উগ্রবাদের কারণে ইসলামের প্রসার হয় নি।

এরপর হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে ইরান আক্রমণ করলে তিনি (রা.) কেবল সেই আক্রমণের জবাব দিয়েছিলেন। মুসলমান সেনা ইরানের সীমান্তে গিয়ে থিতু হয়। সেই সময়ও যখন ইরানের সেনা আক্রমণ করে চলেছিল হযরত উমর মুসলমান সেনাদের এই নির্দেশই দিচ্ছিলেন যে, তোমরা প্রতি আক্রমণ করতে গিয়ে তাদের সীমা অতিক্রম করে ভিতরে প্রবেশ করে যেও না। কেবল প্রতিরক্ষা কর। কিন্তু ইরানীদের পক্ষ থেকে ক্রমাগত আক্রমণ হতে থাকলে হযরত উমর (রা.) জিজ্ঞাসা করেন যে, বার বার আক্রমণ কেন হচ্ছে। সেনাপতি উত্তর দেন আপনি আমাদের হাত বেঁধে রেখেছেন। এরপর কাদিসিয়া যুদ্ধের সূত্রপাত হয় যা মুসলমানদের উপর অত্যাচারের ফলে হয়েছিল। এরপর মুসলমান সেনারা যখন ভিতরে প্রবেশ করল, সেখানেও কাউকে জোর করে মুসলমান করা হয় নি। (ক্রমশঃ)

এরপর আটের পাতায়.......

পৃথিবীর অস্থায়ী আনন্দ ও সাচ্ছন্দকে প্রাধান্যদানকারীরা চরম পর্যায়ের অত্যাচারী ছাড়া কিছুই নয়।

হাদীস:

কুরআনী আয়াতের পর আসুন আমরা হাদীসের আলোকে এ বিষয়ে পথ-প্রদর্শন গ্রহণ করি। আঁ হযরত (সা.) এমন এক উম্মী (নিরক্ষর) নবী ছিলেন যিনি কারো কাছ থেকে শিক্ষার্জন করেন নি, বরং তিনি স্বয়ং খোদা তা'লাই ছিলেন তাঁর শিক্ষক। আল্লাহ্ তা'লা তাকে সেই তত্ত্বজ্ঞান দান করেছিলেন যার কারণে তিনি সমগ্র জগতের পথ-প্রদর্শক হয়ে থাকলেন। আর্থিক কুরবানীর বিষয়েও তিনি (সা.) তাঁর জাতিকে বেনজির ভাবে পথ দেখিয়েছেন। এবিষয়ে তাঁর কয়েকটি নির্দেশ নমুনা হিসেবে তুলে ধরা হল।

* একটি হাদিসে কুদ্‌সীতে বর্ণিত আছে, ' হে আদম সন্তান! তুমি খোদা তা'লার পথে উদার মনে ব্যয় কর। আল্লাহ্ তা'লাও তোমার জন্য ব্যয় করবেন।' (মুসলিম, কিতাবুয যাকাত)

তিনি (সা.) বলেন- ' সেই ব্যক্তি ঈর্ষণীয় যাকে আল্লাহ্ সম্পদ দান করেছেন এবং তা উপযুক্ত স্থানে ব্যয় করার জন্য অসাধারণ শক্তি ও সাহস দান করেছেন।'

(বুখারী, কিতাবুয যাকাত)

তিনি (সা.) বলেন- " সেই ধনী নয় যার কাছে বেশি সম্পদ আছে, বরং প্রকৃত সম্পদশালী সেই যে মনের দিক থেকে ধনী। অর্থাৎ খোদার পথে উদার মনে ব্যয় করে।"

(তিরমিযি, আবওয়াবুয যোহদ)

তিনি (সা.) বলেন- " যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে কিছু ব্যয় করে, সে প্রতিদানে সাতশো গুণ বেশি পেয়ে থাকে।"(তিরমিযি, বাবুল ফযল)

"পুণ্যের সকল দ্বারের মধ্যে সবশ্রেষ্ঠ দ্বার হল সদকা-খয়রাত করা"

(আল-মুআজামুল কাবীর)

" প্রত্যহ সকালে দু'জন ফিরিশ্‌তা নাযেল হন। তাদের মধ্যে একজন বলেন, হে আল্লাহ্ ! খোদার পথে দানকারীদের উত্তম প্রতিদান দাও এবং তার পদাঙ্ক অনুসরণকারীদের আরেকটি দল তৈরী কর। এবং দ্বিতীয় ফিরিশ্‌তা বলেন, হে আল্লাহ্! সম্পদ আটককারীদের জন্য ধ্বংস নির্ধারণ কর।" (বুখারী, কিতাবুয যাকাত)

"তোমাদের প্রকৃত সম্পদ সেটিই যেটি তোমরা খোদার পথে ব্যয় করে আগে প্রেরণ করেছ। যা পেছনে থেকে যায় তা হল উত্তরাধিকারদের সম্পদ।"

(মুসলিম, কিতাবুয যাকাত)

যারা পুণ্যবান সন্তানের নেয়ামত থেকে বঞ্চিত থাকে তাদের জন্য এই হাদীসটি মহান উপদেশ হিসেবে গণ্য হবে।

" মুসলমান ব্যক্তির দান-খয়রাত করা তাকে দীর্ঘজীবি করে তোলে এবং অপমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করে।"

(কুনযুল আমাল,হাদীস নম্বর-১৬০৬২)

" প্রত্যেক জাতির জন্য একটি পরীক্ষা থাকে। আমার জাতির জন্য পরীক্ষা সম্পদের বিষয়ে।"

(তিরমিযি, কিতাবুয যোহদ)

" আল্লাহ্‌র পথে মেপে খরচ করো না। অন্যথায় আল্লাহ্ তা'লাও তোমাদেরকে মেপে মেপে দান করবেন। কার্পণ্যতা বশতঃ নিজের টাকার থলির মুখ বন্ধ করে রেখ না, নচেত তা চিরতরে বন্ধই থেকে যাবে। সামর্থ্য অনুযায়ী উদার মনে খরচ কর।"

(বুখারী, কিতাবুয যাকাত)

কুরআন মজীদ ও আহাদীস থেকে প্রদত্ত এই পথ প্রদর্শন এই সত্যকে স্পষ্টরূপে উন্মোচন করে যে, ধর্মের প্রয়োজনে আর্থিক ত্যাগ স্বীকার খোদা তা'লার নৈকট্য অর্জন করার একটি অব্যর্থ উপায়। আর্থিক কুরবানী করার ফলে একদিকে ত্যাগ স্বীকারকারীরা খোদার তা'লার ভালবাসা অর্জন করে, অপরদিকে দয়ালু খোদা তা'লা এমন নিষ্ঠাবানদেরকে এই পৃথিবীতেই অশেষ দানে ভুষিত করে থাকেন। তাদের সমস্যা ও বিপদাপদকে দূর করে দেন। তাদের জীবনকে আশিসমন্ডিত করে তোলেন এবং এই পৃথিবীকেই তাদের জন্য জান্নাত সদৃশ বানিয়ে দেন। খোদা তা'লা স্বয়ং তাদের তত্ত্বাবধায়ক ও চাহিদাপুরণকারী হয়ে ওঠেন। আর্থিক ত্যাগ স্বীকারকারীদের জন্য আল্লাহ্ তা'লা পরকালে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছেন যে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হওয়া সম্ভব নয়।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র বাণী:

সৈয়্যাদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর লেখনী এবং মালফুযাতে খোদা তা'লার পথে ব্যয় করার বিষয়ে সবিস্তারে আলোকপাত করেছেন এবং বার বার নিজের অনুসারীদেরকে এর গুরুত্ব, তাৎপর্য এবং প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবগত করেছেন এবং এই পথে ক্রমশঃ উন্নতি করার উপদেশ দিয়েছেন। তাঁর সেই অমূল্য উপদেশাবলী থেকে কয়েকটি আপনাদের সামনে তুলে ধরা হল।

তত্ত্বজ্ঞান এবং আধ্যাত্মিকতার প্রভাবের দিক থেকে এই উপদেশবাণীসমূহের গুরুত্ব অপরিসীম। কেবল প্রয়োজন শুধু এই মহান বাণীকে অন্তরে স্থান দেওয়ার। তিনি (আ.) বলেন-

" প্রকৃত ইসলাম হল আল্লাহ্ তা'লার পথে যাবতীয় শক্তি ও সামর্থ্যকে আজীবন উৎসর্গ করে যাওয়া, যাতে মানুষ পবিত্র জীবনের উত্তরাধিকারী হয়।"

(আল-হাকাম, ১৬ আগস্ট, ১৯০০)

" প্রকৃত রিযকদাতা হলেন খোদা তা'লা। যে ব্যক্তি তাঁর উপর আস্থা রাখে সে কখনো রিযিক থেকে বঞ্চিত থাকতে পারে না। তিনি যাবতীয় উপায়ে এবং যে কোন স্থান থেকে তাঁর উপর আস্থা স্থাপনকারী ব্যক্তির জন্য রিযিক পৌঁছে দেন। খোদা তা'লা বলেন, যে আমার উপর আস্থা রাখে আমি তার প্রতি আকাশ থেকে রিযিক বর্ষণ করি এবং তার পায়ের নিচে থেকে বের করি। অতএব প্রত্যেকের খোদা তা'লার উপর ভরসা করা উচিত।

(মালফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৬০)

" যে ব্যক্তি জরুরী উদ্যোগে অর্থ ব্যয় করে, আমি আশা করি, সেই অর্থ ব্যয়ের কারণে তার সম্পদ কমে যাবে না। উপরন্ত তার সম্পদে বরকত হবে। অতএব খোদা তা'লার উপর ভরসা রেখে পূর্ণ নিষ্ঠা, উদ্যম ও সাহসিকতার পরিচয় দিন, কেননা, সেবা করার জন্য এটিই সময়। এরপর সেই সময় আসন্ন যখন পর্বত সমান সোনাও তাঁর পথে খরচ করা হলে এই সময়ের অর্থের সমতূল্য হবে না........। এবং খোদা তা'লা নিরন্তর একথা প্রকাশ করেছেন যে, প্রকৃতপক্ষে সেই ব্যক্তিকেই এই জামাতের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করা হবে যে নিজের প্রিয় সম্পদকে এই পথে ব্যয় করবে।

একথা স্পষ্ট যে, তোমরা দু'টি জিনিসকে একত্রে ভালবাসতে পার না। তোমরা সম্পদকেও ভালবাসবে আবার খোদা তা'লাকেও ভালবাসবে, এমনটি সম্ভব নয়। কেবল একটিকে ভালবাসতে পার। অতএব সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি যে, খোদা তা'লাকে ভালবাসে। তোমাদের মধ্যে যদি কেউ খোদাকে ভালবেসে তাঁর পথে খরচ করে, তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তার সম্পদে অন্যদের তুলনায় বেশি বরকত দেওয়া হবে। কেননা, সম্পদ নিজে থেকে আসে না, বরং খোদার ইচ্ছায় আসে। অতএব যে ব্যক্তি খোদার জন্য সম্পদের কিয়দংশ ত্যাগ করে সে অবশ্যই তার প্রতিদান পাবে। কিন্তু যে ব্যক্তি সম্পদকে ভালবেসে খোদার পথে সেই খেদমত করে না যা করা উচিত, তবে সে সম্পদ হারিয়ে বসবে।

এমন ধারণা করে বসো না যে, সম্পদ তোমাদের চেষ্টায় আসে, বরং তা খোদা তা'লার পক্ষ থেকে আসে। একথা মনে করো না যে, সম্পদের কিয়দংশ দান করে বা অন্য কোন উপায়ে সেবা করে তোমরা খোদা তা'লা এবং তাঁর রসূলের উপর অনুগ্রহ করছ। বরং এটি তাঁর অনুগ্রহ যে, তিনি তোমাদেরকে এই সেবার জন্য আহ্বান করেন।...... আমি বারংবার তোমাদেরকে বলি যে, খোদা তা'লা তোমাদের খিদমতের বিন্দুমাত্র মুখাপেক্ষী নন। উপরন্ত তোমাদেরকে তিনি খিদমতের সুযোগ দান করে কৃপা করেন। "

(মাজমুয়ায়ে ইশতেহারাত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪৯৭-৪৯৮)

" আমি নিশ্চিতরূপে মনে করি যে, কার্পণ্য এবং ঈমান একই অন্তরে একত্রিত হতে পারে না। যে ব্যক্তি আন্তরিকতার সঙ্গে খোদার উপর ঈমান আনে, সে কেবল সেই সম্পদটুকুকেই নিজের সম্পদ বলে মনে করে না যা তার সিন্দুকে রক্ষিত আছে, বরং সে খোদা তা'লার সমস্ত ধন-ভাণ্ডারকে নিজের ধন-ভাণ্ডার মনে করে এবং তার কার্পণ্য সেইভাবে দূর হয় যেভাবে আলোর মাধ্যমে অন্ধকার দূর হয়। .... যদি তোমরা কোন পুণ্যকর্ম কর এবং এখন কোন সেবা কর তবে নিজেদের বিশ্বস্ততার উপর মোহর লাগিয়ে নিবে। তোমাদের আয়ু বেড়ে যাবে এবং ধন-সম্পদে বরকত দেওয়া হবে।"

(মাজমুয়ায়ে ইশতেহারাত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪৯৮)

" আমার কাছে আজ সব থেকে বড় প্রয়োজন হল ইসলামের জীবন। ইসলাম যাবতীয় প্রকারের সেবার মুখাপেক্ষী। ইসলামের প্রয়োজনীয়তার উপর আমরা কোন কিছুকে প্রাধান্য দিতে পারি না। আজকে সব থেকে বড় প্রয়োজন হল যথাসম্ভব ইসলামের সেবা করা এবং ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য অর্থ ব্যয় করা। "

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩২৭)

" প্রত্যেক ব্যক্তি যে নিজেকে বয়াতের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করে, তার জন্য সময় এসেছে নিজের সম্পদ দ্বারা এই জামাতের সেবা করা।.... বয়াতকারী প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত সামর্থ্যানুযায়ী সাহায্য করা যাতে খোদাও তাদেরকে সাহায্য করেন। প্রত্যেক ব্যক্তির নিষ্ঠার পরিচয় তার সেবা দ্বারা পাওয়া যায়। হে প্রিয়জনেরা! এখন সময় হয়েছে ধর্মের জন্য এবং ধর্মের উদ্দেশ্যে সেবা করার। এই সময়টিকে সৌভাগ্যের কারণ বলে মনে কর, কেননা এমন সুযোগ পরে আর আসবে না।"

(কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, ১৯তম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৮৩)

" ধন-সম্পদকে ভালবেসে ফেল না। কেননা, একটি সময় আসবে যখন সম্পদকে না ছাড়তে চাইলেও সম্পদ নিজেই তোমাকে ছেড়ে দিবে। "

(মাজমুয়ায়ে ইশতেহারাত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩১৮)

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) বলেন:

" এই যুগে, যেটি হযরতম মসীহ মওউদ (আ.)-এর যুগ, একটি জিহাদ হল আর্থিক কুরবানীর সঙ্গেও সম্পর্কযুক্ত। কেননা এটি ছাড়া ইসলামের প্রতিরক্ষায় পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ করা, বিভিন্ন ভাষায় কুরআন করীমের অনুবাদ, এই পুস্তক-পুস্তিকাগুলিকে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে দেওয়া, মিশন তৈরী করা, মুরুব্বী তৈরা করে তাদেরকে জামাতে পাঠানো, মসজিদ নির্মাণ, স্কুল কলেজের মাধ্যমে দরিদ্র ছাত্রদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা, হাসপাতাল তৈরী করে মানবতার সেবা-এসব কিছুই সম্ভব নয়। অতএব যতক্ষণ পর্যন্ত না পৃথিবীর সর্বত্র প্রত্যেকটি ব্যক্তির কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছে যায় এবং দরিদ্রদের চাহিদাবলী পুরণ করা হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এই আর্থিক জিহাদ অব্যাহত থাকবে এবং নিজের সামর্থ অনুযায়ী এই জিহাদে অংশ নেওয়া প্রত্যেক আহমদীর কর্তব্য।"

(খুতবা জুমা, প্রদত্ত ৩১ শে মার্চ, ২০০৬)

২০১৭ সালের এপ্রিল মাসে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর জার্মান সফর

কর্মক্ষেত্রে আপনাদের দায়িত্বাবলী বেড়ে যায়। যদিও জামেয়ায় শিক্ষার্জনকারী একজন ছাত্রের কাছে এই প্রত্যাশাই করা হয় যে, তার ধর্মীয়, নৈতিক ও চারিত্রিক মান এবং চাল-চলন, বাচনভঙ্গি ইত্যাদি অন্যদের থেকে পৃথক হবে এবং ক্রমশঃ সেই মান আরও উন্নত পর্যায়ে পৌঁছে যাবে। আপনাদের মন থেকে সকল প্রকার ভীতি দূর হয়ে যাওয়া উচিত এবং জগতের ভয় দূর করে আল্লাহ্‌র সঙ্গে প্রতিনিয়ত সম্পর্ক উন্নত করার চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে সম্পর্ক সর্বত্র আপনাদের কাজে আসবে।

আপনাদের নফল পড়ার জন্য ঘুম থেকে ওঠা উচিত। এই নফল নামাযই আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে এবং সম্পর্কেরে উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। আপনাদের মূখ্য উদ্দেশ্য হল একত্ববাদের প্রতিষ্ঠা। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এই যুগে এই উদ্দেশ্য নিয়েই এসেছেন যেন তৌহিদ বা একত্ববাদ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আল্লাহ্‌র সঙ্গে বান্দার সম্পর্ক তৈরী হয়।

জামেয়ার ছাত্রদেরকে সনদ বিতরণ অনুষ্ঠান

রিপোর্ট ঃ আব্দুল মাজেদ তাহের

(অবশিষ্ট রিপোর্ট)

২২ এপ্রিল, ২০১৮

এবছর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ১৭৪ জন ছাত্র এবং শিক্ষক জামেয়া পরিদর্শন করতে এসেছেন। এবং ৪৪১ জন অ-মুসলিম ও অ-আহমদী ব্যক্তি জামেয়া পরিদর্শন করেছেন যাদের মধ্যে ছিলেন, জার্মান নাগরিক, আরব নাগরিক এবং আরও অন্যান্য দেশের নাগরিক। এছাড়াও বিভিন্ন জামাতীয় প্রতিনিধি দল এসেছে যাদের সংখ্যা হল ১৮০ জন। এদের মধ্যে অধিকাংশই ওয়াকফে নও ছিল। জামেয়ার শাহেদ ক্লাসের ছাত্ররা সপ্তম বছরে হুযুর আনোয়ার (আই.)- দ্বারা অনুমোদিত বিষয়ে গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখেছে। হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর পক্ষ থেকে বিভিন্ন শিক্ষককে পাঠানো হয় প্রবন্ধগুলি চেক করার জন্য। চেকিং-এর পর ইন্টারভিউ হয়। ইন্টারভিউয়ে ফ্রান্স, ইংল্যান্ড এবং সুইজারল্যান্ডের শিক্ষকবৃন্দও শামিল ছিলেন।

২০১৬ সালে শাহেদ পরীক্ষার জন্য হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর নির্দেশ অনুসারে যুক্তরাজ্য এবং জার্মানীর জামেয়ার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত শিক্ষকবৃন্দ প্রশ্নপত্র তৈরী করেন এবং তা পরীক্ষা করেন।

২০১৬ সালের মে মাসে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর পক্ষ থেকে নিযুক্ত ৫ সদস্য বিশিষ্ট বোর্ড ছাত্রদের চূড়ান্ত ইন্টারভিউ গ্রহণ করেন। পরীক্ষার ফলাফল তৎক্ষণাৎ হুযুরকে দেখানো এবং মঞ্জুরী গ্রহণের জন্য পাঠানো হয়েছে।

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর দোয়া এবং আল্লাহর অনুগ্রহে সমস্ত ছাত্ররা পরীক্ষায় সফলভাবে উত্তীর্ণ হয়েছে। আলহামদোলিল্লাহ।

অন্যানা খেলাধূলার পাশাপাশি ছাত্রদেরকে হাইকিং-এর সুযোগও দেওয়া হয়। শাহেদ ক্লাসের পরীক্ষার পর এই ক্লাসের ছাত্রদেরকে পঠন-পাঠনের পাশাপাশি কিছু বিষয়ে প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়। যেমন- রান্না করা, বিদ্যুতের কাজ, হোমিওপ্যাথির সঙ্গে পরিচয় এবং গাড়ির কিছু মৌলিক কাজ সম্পর্কে অবগত করানো হয়।

প্রিয় হুযুর! জামেয়ার পঠন-পাঠন, এখানকার শিক্ষক এবং ব্যবস্থাপনার চেষ্টা-প্রচেষ্টা এসব তো রয়েছেই, কিন্তু মূল একটি বিষয় যেটি সম্পর্কে হযরত মৌলানা আব্দুল করীম সিয়ালকোটী (রা.) বলেন, " আমি কুরআনও পড়েছিলাম। মৌলানা নুরুদ্দীনের কল্যাণে হাদীসের প্রতিও আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল। বাড়িতে সুফিদের বই-পুস্তকও পড়ে নিতাম। কিন্তু ঈমানের মধ্যে সেই দীপ্তি ও জ্ঞানালোকে উন্নতি ছিল না যেমনটি এখন রয়েছে। এই কারণে আমি বন্ধুদেরকে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলি যে, স্মরণ রেখ! আল্লাহ্‌র এই খলীফাকে না দেখা পর্যন্ত সাহাবাদের মত ঈমান অর্জন হতে পারে না।"

(তারিখ আহমদীয়াত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৪২)

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এই সত্যের প্রতি জামাতের সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন: " একটি আধ্যাত্মিক প্রভাব হয়ে থাকে যা সামনের ব্যক্তির উপর পড়ে থাকে। এটিকে সবাই অনুভব করতে পারে না। .... দোয়া ছাড়াও হৃদয়েরও একটি প্রভাব থাকে এবং এর মাধ্যমে অনেক বিষয়ের সংশোধন হয়ে যায়। এই প্রভাব সেই গ্রহণ করতে পারে যে সেই মজলিসে এসে বসে। যে মজলিসে আসে না তার উপর এই প্রভাব পড়ে না। "

(জলসা সালানার ভাষণ, ২৭ শে ডিসেম্বর, ১৯২০)

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে সাক্ষাত, সম্পর্ক এবং নৈকট্য যদি না থাকে তবে কেবল পাঠ্যক্রমের বই-পুস্তকের শব্দগুলি নিজেদের মধ্যে ঈমানের জ্যোতিঃ সৃষ্টি করতে অসমর্থ। এই কারণে এই সাত বছরে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর জার্মানীর আগমণের সময় চেষ্টা করা হয় যেন হুযুরের সান্নিধ্য লাভ করা যায়। হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর স্নেহপরায়ণতার কারণে ছাত্ররা যখনই সুযোগ পেয়েছেন তাঁর সঙ্গে ক্লাস করার সৌভাগ্য লাভ করেছে। অনুরূপভাবে জামেয়া আহমদীয়ার ব্যবস্থাপনার পক্ষ থেকেও যথাসম্ভব চেষ্টা করা হয়েছে যেন ছাত্ররা বেশি বেশি করে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য লন্ডনে যায়। আলহামদোলিল্লাহ, ভিসার সমস্যা ছিল এমন দু-একজন ছাত্র ছাড়া সকলেই হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে নিয়মিত সাক্ষাত করে আসেন।

আজকের আমরা একদিকে যেমন আল্লাহ্‌র কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি যে, এই ছাত্ররা ৭ বছরের শিক্ষাকাল সফলভাবে সম্পূর্ণ করে কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার জন্য হুযুর আনোয়ার (আই.)-সমীপে উপস্থিত রয়েছে। অপরদিকে আমাদের যাবতীয় চেষ্টা-প্রচেষ্টা সত্বেও জামেয়া আহমদীয়ার শিক্ষক এবং ছাত্ররা নিজেদের ভুল-ভ্রান্তি স্বীকার করে নিয়ে হুযুরের নিকট দোয়ার সবিনয় আবেদন করছি, যেন আল্লাহ্ তা'লা আমাদের দুর্বলতাকে ঢেকে রাখেন এবং খোদার প্রিয় ইমাম আমাদের কাছ থেকে যে প্রত্যাশা রাখেন এবং আমাদেরকে যে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত দেখতে চান সেই সর্বশক্তিমান খোদা যেন নিজ কৃপাগুণে আমাদেরকে তেমনটিই বানিয়ে দেন। আমীন, আল্লাহুম্মা আমীন।

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ

তাশাহুদ তাউয, তাসমিয়া এবং সুরা ফাতিহা পাঠের পর হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন:

জামেয়ার ব্যবস্থাপনার পক্ষ থেকে যে রিপোর্ট পেশ করা হয়েছে তাতে বিভিন্ন কার্যকলাপের বর্ণনা রয়েছে। জামেয়ার পাঠক্রম ছাড়াও এই বিষয়গুলির সঙ্গে এজন্য পরিচয় করানো হয় বা এগুলি এর অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বলা হয় যাতে মুরুব্বীরা কর্মক্ষেত্রে আসার পর একদিকে যেমন সেই সব বিষয়গুলি সম্পর্কে অবগত থাকে তেমনি সেগুলির গুরুত্বও স্পষ্ট হয়ে যায় এবং এর উপর আমল করার চেষ্টাও করে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: কর্মক্ষেত্রে আপনাদের দায়িত্বাবলী বেড়ে যায়। যদিও জামেয়ায় শিক্ষার্জনকারী একজন ছাত্রের কাছে এই প্রত্যাশাই করা হয় যে, তার ধর্মীয়, নৈতিক ও চারিত্রিক মান এবং চাল-চলন, বাচনভঙ্গি ইত্যাদি অন্যদের থেকে পৃথক হবে এবং ক্রমশঃ সেই মান আরও উন্নত পর্যায়ে পৌঁছে যাবে। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে আসার পর আপনাদের কাঁধে বিরাট বড় দায়িত্ব এসে পড়ে। এখন আপনারা আর ছাত্র নন। যদিও মানুষ সারা জীবন ছাত্রই থাকে। (মানুষের শেখার অন্ত নেই) আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, মৃত্যু পর্যন্ত জ্ঞান অর্জন করা উচিত। আপনাদের এও দায়িত্ব যে, একদিকে যেমন আহমদীদের তরবীয়ত করবেন অপরদিকে অ-মুসলিমদেরকে ইসলামের অপূর্ব সুন্দর শিক্ষার বাণী পৌছে দিবেন। এটি একটি বিরাট দায়িত্ব।

তিনি বলেন: যে নযম পড়া হয়েছে সেখানে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) একথাই বলেছেন যে, একটি উদ্দেশ্য অর্জন করতে হবে যা বিরাট দায়িত্বের কাজ। অতএব আপনাদের মধ্যে সব সময় এই দায়িত্ববোধের চেতনা থাকুক এবং ক্রমশঃ এক্ষেত্রে উন্নতি করুন। আহমদী হোক বা অ-আহমদী বা অ-মুসলিম, এখন পৃথিবীর দৃষ্টি আপনাদের উপর পড়বে। আপনাদের মন থেকে সকল প্রকার ভীতি দূর হয়ে যাওয়া উচিত এবং জগতের ভয় দূর করে আল্লাহ্‌র সঙ্গে প্রতিনিয়ত সম্পর্ক উন্নত করার চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে সম্পর্ক সর্বত্র আপনাদের কাজে আসবে। একজন মুরুব্বী বা মুবাল্লিগ যে যে ধর্মের বাণী পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করার এবং নিজের চারিত্রকি ও নৈতিক সংশোধনের পাশাপাশি পৃথিবীবাসীর সংশোধন করে তাদেরকে খোদার নৈকট্য অর্জনকারী করে তোলার অঙ্গীকার করে, খোদা তা'লার সঙ্গে তার সম্পর্ক তদনুরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

অতএব একথা সব সময় স্মরণ রাখবেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না খোদা

তা'লার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন হয়, এই কাজ সম্পাদন করা সম্ভব নয়। সম্পর্ক তৈরী করার জন্য নফল নামায এবং ফরয নামাযের প্রতি অবহেলা ত্যাগ করতে হবে, বরং একাগ্রতার সাথে এদিকে মনোযোগ দিতে হবে। এটি চেষ্টা ও সাধনার মাধ্যমে অর্জন করতে হবে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আমি লক্ষ্য করেছি যে, আমি যখনই প্রশ্ন করি দেখা গেছে যে অধিকাংশ মুরুব্বীদের মধ্যে নফলের বিষয়ে খুবই অলসতা রয়েছে। তাহাজ্জুদে ওঠার ক্ষেত্রে তারা খুবই অলসতা করে। এখানে বিশেষত ইউরোপে গ্রীষ্মকালে রাত ছোট এবং দিন বড় হয়ে থাকে। খুব কম সময় পাওয়া যায়। কিন্তু এরই মধ্যে আপনাদের নফল পড়ার জন্য ঘুম থেকে ওঠা উচিত। এই নফল নামাযই আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে এবং সম্পর্কেরে উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ফরয নামায তো প্রত্যেক আহমদী মুসলমানের জন্য আবশ্যক। এবং এটি আহমদী মুসলমানদের জন্য বিশেষভাবে আবশ্যক যারা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে গ্রহণ করেছে এবং ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেওয়ার অঙ্গীকার করেছে। কিন্তু একজন মুরুব্বীর অঙ্গীকারের গুরুত্ব এর থেকে অনেকাংশে বেশি। অতএব স্মরণ রাখবেন, নফল নামায আদায়ের প্রতি যেন আপনাদের দৃষ্টি থাকে। আবার অনেকে কর্মক্ষেত্রে আসার পরও ফজরের নামাযে অলসতা দেখায়। এই অলসতা এখন দূর করতে হবে। অলসতা দূর হলে তবেই আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে সম্পর্কে উন্নতি ঘটবে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আপনাদের মূখ্য উদ্দেশ্য হল একত্ববাদের প্রতিষ্ঠা। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এই যুগে এই উদ্দেশ্য নিয়েই এসেছেন যেন তৌহিদ বা একত্ববাদ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আল্লাহ্র সঙ্গে বান্দার সম্পর্ক তৈরী হয়। এটি একটি মহান উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হল মানুষের পরস্পরের অধিকারসমূহের প্রতি মনোযোগী হওয়া। যদি অন্তরে খোদাভীতি থাকে, তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক থাকে, তবেই আপনি তৌহিদ প্রতিষ্ঠার জন্য যর্থাথভাবে চেষ্টা করতে পারবেন এবং তৌহিদ সম্পর্কে আপনাদের মধ্যে প্রকৃত জ্ঞানের উন্মেষ ঘটবে। অন্যথায় যদি ইবাদত না থাকে, বরং এর পরিবর্তে বিভিন্ন ধরণের অলসতা বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তবে এর অর্থ হল আপনারা তৌহিদ বা একত্ববাদের পরিবর্তে অন্য কোন বিষয় প্রতিষ্ঠা করেছেন। আমি প্রায়ই জামাতের সদস্যদেরকেও একথা বলে থাকি, কিন্তু মুরুব্বীদের জন্য এটি সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আল্লাহ তা'লার সঙ্গে সম্পর্ক তৈরী করলে তবেই আপনারা একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার জন্য পূর্ণোদ্যমে চেষ্টা করতে পারবেন। ইবদাত ছাড়া আপনাদের জন্য একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: অতঃপর ইবাদত এবং নামাযের দিকে মনোযোগ দেওয়ার পর কুরআন করীম পড়া এবং গভীর অধ্যায়ন করা, তফসীর পড়া বিশেষ গুরুত্বের দাবী রাখে। জামেয়া আহমদীয়ায় আপনাদেরকে তফসীর পড়ানো হয়েছে এবং তফসীরের সংক্ষিপ্ত পরিচয় করানো হয়েছে। বা বলা যেতে পারে হয়তো কিছুটা তফসীর পড়ানো হয়েছে। কিন্তু এখন এক্ষেত্রে ব্যপকতা সৃষ্টি করতে এবং নিজেদের জ্ঞানভাণ্ডার আরও সমৃদ্ধ করতে একদিকে আপনাদেরকে নিজেকে কুরআন করীম গভীর মনোযোগের সাথে পড়তে হবে, অপরদিকে আরও অন্যান্য তফসীরও পড়তে হবে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর লেখনীতে বিভিন্ন আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন, সেগুলি তফসীর আকারে একত্রিত করা হয়েছে। এই তফসীর নিয়মিত অধ্যায়নে রাখা উচিত। অনুরূপভাবে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর লেখা প্রায় ৫৪ টি সূরার তফসীর রয়েছে, সেগুলি পড়া উচিত এবং নিজেদের অধ্যায়নের ব্যপকতা বৃদ্ধি করুন। এই বিষয়গুলিই ধর্মের ক্ষেত্রে আপনাদের কাজে আসবে। সব সময় চেষ্টা করবেন যে কোন প্রশ্নের উত্তর কুরআন শরীফ থেকে দেওয়ার। আর এটি তখনই সম্ভব যখন আপনাদের মধ্যে এবিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করার অভ্যাস গড়ে উঠবে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আমি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর তফসীরের বিষয়ে সংক্ষেপে বলেছি যেটি চারটি খণ্ডে তফসীর আকারে জামাতের প্রকাশনার অন্তর্ভুক্ত। এছাড়াও হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পুস্তক-পুস্তিকা অধ্যায়ন করাও অত্যন্ত জরুরী। প্রত্যহ অন্ততঃপক্ষে আধ-ঘন্টা সময় হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর কোন না কোন পুস্তক পড়া উচিত, এর থেকে বেশি সময় দিলে আরও উত্তম। এটি আপনার জ্ঞান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। অন্যথায় সাধারণ জাগতিক শিক্ষা আপনাদের কোন উপকারে আসবে না যা আপনারা বিভিন্ন জায়গায় শিখে এসেছেন, বা ভবিষ্যতেও হয়তো সে বিষয়ে আপনারা পড়ার সুযোগ পেতে পারেন। আপনারা মানুষকে যুগের মসীহর পুস্তকাদি পড়ান জন্য আহ্বান করে থাকেন, কিন্তু আপনারা নিজে যতক্ষণ পর্যন্ত না পড়বেন, আপনাদের এই আহ্বান করা ফলপ্রসু হবে না। অতএব এই দৃষ্টিকোণ থেকে অধ্যায়ন অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

তিনি বলেন: আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল আপনারা কর্মক্ষেত্রে যুগ খলীফার প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেন। অতএব সঠিক অর্থে প্রতিনিধিত্ব করতে হবে। তরবীয়ত এবং তবলীগ উভয়ই এর অন্তর্গত। প্রত্যেকটি কথা উচিত বলে মেনে নেওয়ার প্রয়োজন নেই। এখানে আপনাদের সামনে নযমের একটি পঙক্তি লাগানো রয়েছে:

রুয়ে যমীন কো খোয়া হিলানা পড়ে হামেঁ। অর্থাৎ সত্য প্রকাশের জন্য প্রয়োজনে পৃথিবীকে কাঁপিয়ে দিতেও আমরা পিছপা হব না। আমি অনেক সময় দেখেছি, পৃথিবী কাঁপানো তো দূরের কথা, অনেকে তো সংবাদ মাধ্যম বা সমাজের সামান্য চাপে নতি স্বীকার করে নেই। বা স্বাধীনতার নামে প্রণয়ন করা সেই সব দেশের অনুচিত আইন-কানুনের প্রভাবে বুদ্ধিমত্তার পরিবর্তে তাদের কথা মেনে নিয়ে চুপ করে যায়। আমরা পৃথিবী তখনই কাঁপাতে পারব যখন আমাদের ঈমান সুদৃঢ় হবে এবং এই দৃঢ় ঈমানে নিয়ে পৃথিবীর সামনে দাঁড়ানোর জন্য প্রস্তুত হব। কুরআন করীম যদি সমকামিতাকে এক প্রকার নোঙরামি বলে থাকে, তবে পৃথিবীর যত সব আইন তৈরী হোক না কেন এর বিরুদ্ধে আমাদের রুখে দাঁড়াতে হবে। যদি ইসলাম ঘোষণা দেয় যে নারী ও পুরুষের মধ্যে একটি বিভাজন বা পার্থক্য রয়েছে এবং এই পার্থক্য থাকা উচিত, উভয়ের পরস্পর করমর্দন করা থেকে বিরত থাকা উচিত, তবে এই বিষয়টিকে আপনাদেরকে সাহসিকতার সাথে তুলে ধরতে হবে। এছাড়াও অন্যান্য অধিকারসমূহ রয়েছে। স্বাধীনতার নামে যদি এরা পথভ্রষ্ট হতে থাকে তবে বিচক্ষণতার নামে তাদের যুক্তি মেনে নেওয়ার পরিবর্তে এর থেকে তাদেরকে উদ্ধারের জন্য আপনাদেরকে নিজেদের ভূমিকা পালন করতে হবে। মীমাংসা এবং সম্মতি জানানোর মধ্যে বিরাট পার্থক্য আছে। বিচক্ষণতা হল অবিচলভাবে কোন বিষয়কে প্রজ্ঞাপূর্ণ পন্থায় বর্ণনা করা। অর্থাৎ কোন কথা বলে ফেলার পর দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গেলে নিজের কথা ফিরিয়ে নিয়ে তার কাছে নতি স্বীকার যেন না করা হয়। বা সেই কথার এমন ব্যাখা উপস্থাপন করতে আরম্ভ না করেন যা ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী। এটি আমাদের উদ্দেশ্য নয়। হ্যাঁ যদি লড়াই হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয় তবে সেই জায়গা ছেড়ে চলে যান। আর যাইহোক আমরা লড়াই-ঝগড়া করব না। কিন্তু আমাদের যে অবস্থান ও মৌলিক শিক্ষা রয়েছে, আল্লাহ ও তাঁর রসূল যে আদেশ দিয়েছেন তা থেকে আমরা কখনও পিছপা হব না। কেবল একটি সংবাদ মাধ্যম কেন সমস্ত পত্র-পত্রিকা আমাদের বিরুদ্ধে কলামের পর কলাম লেখা আরম্ভ করলেও আপনারা নিজেদের অবস্থানে অবিচল থাকবেন। এ নিয়ে মোটেই উদ্বিগ্ন হবেন না। আর এ বিষয়ে উৎকণ্ঠিত হওয়ার দরকারও নেই যে যদি আমরা তাদের কথা মানি তবে হয়তো আমরা জামাতে আহমদীয়ার বাণী পৌঁছাতে পারব না। ইসলামের বাণী যে করে হোক অবশ্যই পৌঁছাবে। এটি আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি। আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে ইলহামের মাধ্যমে বলেছিলেন- "আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দিব।" স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা যখন এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন তখন আমাদের বিচলিত হওয়ার প্রয়োজন কি? আল্লাহ্ তা"লা কুরআন করীমেও বলেছেন, " আমি এবং আমার রসূল অবশ্যই জয়যুক্ত হব।" এত সব প্রতিশ্রুতি থাকার পরও আমাদের প্রচার হয়তো পৌঁছাবে না, এমন ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই। আর এটি বিজ্ঞতা নয় বরং কাপুরুষতা। একজন মুবাল্লিগ বা একজন পদাধিকারের কাছ থেকে এমন কাপুরুষতাপূর্ণ আচরণ যেন প্রকাশ না পায়। একমাত্র তখনই আপনারা যুগ খলীফার সঠিক অর্থে প্রতিনিধিত্ব করতে পারবেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: এছাড়া জামাতের সদস্যদেরকে এই উপলব্ধি তৈরী করতে হবে যে, আপনাদের জ্ঞান কেবল পুস্তকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই বরং আপনারা সেই জ্ঞান নিজেদের জীবনেও বাস্তবায়িত করে চলেছেন। আপনারা সেই সকল মৌলবীদের মত নন যারা মেম্বারে দাঁড়িয়ে শুধু ভাষণ দেয়, কিন্তু নিজেদের বেলাতে তাদের বিভিন্ন বিষয়ের মাপকাঠি বদলে যেতে থাকে। এর বিরপরীতে যেন এমনটি হয় যে, আপনারা যা কিছু বলেন, তা নিজেও করে দেখান। যদি আপনারা জামাতের প্রত্যেক সদস্যের মধ্যে এই অনুভুতি সৃষ্টি করতে পারেন তবে জামাতের সদস্যদের মনে আপনার প্রতি সম্মান কয়েক গুণ বেড়ে যাবে। কোন জাগতিক তোষামোদ বা বিচক্ষণতার পরিণামে সম্মান বৃদ্ধি পায় না। সম্মান দিয়ে থাকেন স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা। আর এটি তখনই হবে যখন আপনাদের কথার সঙ্গে কর্মের সামঞ্জস্য থাকবে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: অনুরূপভাবে কর্মক্ষেত্রে কিছু কিছ ব্যবহারিক বিষয় আপনাদের সামনে আসবে। সেক্ষেত্রে আপনারা সব সময় বিচার-বিবেচনা করে এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন যাতে জামাতের উপকার হয়। যেমন খরচ সংক্রান্ত বিষয়ে আপনারা যেমন নিজেও বুঝে শুনে খরচ করবেন তেমনি পদাধিকারীদেরকে সেভাবে খরচ করার জন্য বোঝানোও আপনাদের কাজ। আমরা দরিদ্র জামাত। কয়েকজন মানুষের চাঁদার অর্থে আমাদের ব্যয় নির্বাহ হয়। জামাতের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী দরিদ্র বা তাদেরকে খুব ধনী বলা যায় না। এই কারণে আপনাদের মধ্যে এই চেতনা থাকা দরকার আমাদের যে চাঁদা আসে তার তুলনায় যেন ব্যয় কমপক্ষে হয়। এবং কম খরচে বেশি কাজ করার চেষ্টা করুন। অর্থনীতির একটি নীতি হল সফলতা সেই লাভ করে যে কম খরচে

বেশি লাভ করতে পারে। অতএব আপনাদেরকেও একথা সবসময় স্মরণ রাখতে হবে। আমাদের পরিকল্পনা অনেক বড় বড়। এবং ইনশাল্লাহ আল্লাহ্ সেগুলিকে পূর্ণ করবেন। কেননা আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি আছে। কিন্তু এর জন্য আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে যে সমস্ত উপায়-উপকরণ দিয়েছেন সেগুলিকে কাজে লাগিয়ে আমরা এই বৃহৎ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করব।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: হযরত মসীহ মওউদ (আ.) জামাতকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, "জামাতের সম্মান ও মহত্বের প্রতি দৃষ্টি রাখ।" জামাতের সম্মান ও মহত্বের প্রতি দৃষ্টি রাখা একজন মুরুব্বী, মুবাল্লেগ, ওয়াকফে যিন্দগী সব থেকে বড় দায়িত্ব। সব সময় যেন আপনাদের কাছে জামাতের সম্মান ও মহত্ব প্রাধান্য পায়। আর এটি তখনই সম্ভব, যেরূপ আমি পূর্বে বলেছি, যখন আপনারা সব সময় নিজেদের উপর বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি রাখবেন, একদিকে আপনাদের ইবাদতের মান যেমন উন্নত হবে তেমনি নৈতিকতার মানও যেন উচ্চ হয়। প্রত্যেক বিষয়ে আপনারা যেন অনুকরনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী হন। যখন বাড়িতে থাকেন তখন আপনার পরিবারের সামনে উন্নত দৃষ্টান্ত তুলে ধরুন। আর আপনি যখন বাড়ির বাইরে আছেন তখন কথাবার্তা ও চাল-চলনে যেন উচ্চ মান বজায় থাকে। আপনার পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রেও যেন উন্নত দৃষ্টান্ত থাকে এবং প্রত্যেকে যেন আপনাকে দেখে বলে যে, এরা জামাতের আহমদীয়ার প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব করে এবং এদের দ্বারা কখনও এমন কোন কাজ সম্পাদিত হয় না যা জামাতের স্বার্থের পরিপন্থী হয়। এরা এমন মানুষ যারা নিজেদের সম্মানকে বাজি রেখে জামাতের সম্মান ও মহত্বকে অক্ষুণ্ন রাখে। অতএব আপনাদেরকে এই মানে উপনীত হতে হবে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: অতঃপর হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, " তোমাদের একটি লক্ষ্য হওয়া থাকা উচিত।" আর সেই লক্ষ্য কি?

اِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَاِيَّاكَ نَسۡتَعِيۡنُ-

اِهۡدِنَا الصِّرَاطَ الۡمُسۡتَقِيۡمَ

এটিই সেই লক্ষ্য যা মোটের উপর জামাতের প্রত্যেক সদস্যের জন্য নির্ধারিত রয়েছে। কিন্তু মুরুব্বীদের জন্য এটি চূড়ান্ত লক্ষ্য। এটি একটি ব্যপক কাজ। যখন আমরা ইইয়া কানাবুদু বলি, তখন আমাদের ইবাদতের মানকে উন্নত করতে হবে, যেরূপ আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এটি কেবল কর্তব্য নয় এটি হল চূড়ান্ত লক্ষ্য এবং জামাতের সম্মান প্রতিষ্ঠিত করার জন্যও। এবং আল্লাহ্ তা'লার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা, অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার সামনে নতজানু হওয়া, কখনও কোন মানুষের সামনে মস্তক না নোয়ানো। কোন ব্যক্তির কারণে জাগতিকতার প্রতি প্রলুব্ধ না হওয়া, বরং প্রত্যেকটি বিষয়ে আল্লাহ্র তা'লার কাছ থেকে সাহায্য চাওয়া। কেননা মানুষ ভুলে ভরা। আর আল্লাহ্ তা'লার কাছে সব সময় এই দোয়া করতে থাকা উচিত যে, اِهۡدِنَا الصِّرَاطَ الۡمُسۡتَقِيۡمَ আমাকে সহজ -সরল পথে পরিচালিত কর। যাতে আমি এমন কোন প্ররোচনায় পা না দিই যার কারণে জামাতের সম্মান ও মর্যাদার উপর আঘাত আসে, জামাতের মহত্বের উপর আঘাত আসে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বয়আতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে এবং মুরুব্বী পদবি গ্রহণ করে তার উপর আঘাত আসে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: একজন নিজের কোন অনুচিত কাজের দ্বারা কেবল নিজের সুনাম হানিই করে না বরং সমগ্র জামাতের সুনাম হানির কারণ হয়। অতএব اِهۡدِنَا الصِّرَاطَ الۡمُسۡتَقِيۡمَ যেন সব সময় আপনাদের দৃষ্টিপটে থাকে এবং এবিষয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করেন। এবং اَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ অর্থাৎ ঐ সমস্ত মানুষদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার চেষ্টা করুন যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা পুরস্কৃত করেন। অতএব যখন এমন পুরস্কৃতদের অন্তর্ভুক্ত হবেন একমাত্র তখনই হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর উক্তি অনুসারে আমরা সেই চারটি বিষয়ের উপর আমলকারী হব এবং তাঁর ইচ্ছানুসারে নিজেদের লক্ষ্য অর্জনকারী হব। এই কথাটি সব সময় নিজেদের সামনে রাখা উচিত। আর এই বিষয়গুলির জন্য সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাকওয়াও যেন থাকে। প্রত্যেক মুরুব্বীর তাকওয়া উচ্চ মানের হওয়া বাঞ্ছনীয়। একজন বুযুর্গের কাপড়ে সামান্য দাগ লেগে ছিল আর সেই দাগ তিনি ধুচ্ছিলেন। তার এক মুরীদ জিজ্ঞাসা করল যে, হুযুর আপনি তো ফতওয়া দিয়ে রেখেছেন যে, এটুকু দাগকে নোঙরা বলা চলে না, এতে নামায ও অন্যান্য ইবাদত করা বৈধ। আপনার কাপড়ও তো পরিস্কার রয়েছে। তিনি উত্তর দিলেন, আমি যেটি তোমাদেরকে বলেছিলাম সেটি হল ফতোয়া বা নিদান। আর আমি যেটি করছি সেটি হল তাকওয়া। অতএব একজন মুরুব্বীকে ফতোয়া ও তাকওয়ার মধ্যে পার্থক্য রাখার জন্য নিজেদের মানকে সমুন্নত করতে হবে। এবিষয়টি সব সময় স্মরণে রাখবেন। এই বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি রাখলে ইনশা আল্লাহ্ তা'লা আপনারা কর্মক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট মানের মুবাল্লিগের ভূমিকা পালনকারী হয়ে উঠবেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আল্লাহ্ করুক আপনারা সকলে আমার কথা গুলি কেবল ডাইরিতেই লিখে না রেখে বরং কর্মক্ষেত্রে গিয়ে এগুলিকে বাস্তবায়িতও করেন এবং একজন দৃষ্টান্ত-স্থানীয় মুবাল্লিগ হয়ে উঠুন। আপনারা যেন সেই বিপ্লব সাধনকারী হয়ে ওঠেন যাদেরকে প্রস্তুত করার জন্য হযরত মসীহ মওউদ (আ.)কে আল্লাহ্ তা'লা এই যুগে পাঠিয়েছেন এবং আপনারা যেন খিলাফতে আহমদীয়ার যথার্থ বাহুশক্তি হয়ে ওঠেন। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সকলকে তৌফিক দান করুন। আমীন।

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে ওয়াকফে নও খুদ্দামদের সঙ্গে ক্লাস

সাড়ে এগারোটার সময় হুযুর আনোয়ার (আই.) হলঘরে আসেন যেখানে ওয়াফে নও খুদ্দামদের সঙ্গে অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় কুরআন করীমের তিলাওয়াতের মাধ্যমে। এরপর সায়াদাত আহমদ সাহেব আরবীতে হাদীস উপস্থাপন করেন। এবং আনসার আফজল সাহেব উর্দু অনুবাদ উপস্থাপন করেন।

হাদীস:

হযরত সুহেল (রা.) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি আঁ হযরত (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করে যে, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে এমন কোন কাজ বলুন যা করলে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে খুব ভালবাসবেন এবং মানুষও আমাকে ভালবাসতে শুরু করবে। তিনি (সা.) বললেন: জগত বিমুখ হয়ে যাও আল্লাহ্ তা'লাও তোমাকে ভালবাসবেন। মানুষের কাছে যা কিছু আছে সেগুলি পাওয়ার বাসনা ত্যাগ কর, তবে মানুষও তোমাকে ভালবাসতে শুরু করবেন।

(ইবনে মাজা, বাবুয যোহদ)

এরপর ইমরান যাকা সাহেব হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মালফুযাত পেশ করেন।

মালফুযাত

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন: " খোদার বান্দা কারা। এরা সেই সমস্ত মানুষ যারা খোদা তা'লা প্রদত্ত জীবনকে আল্লাহ্ তা'লার পথে উৎসর্গ করাকে এবং নিজের ধন-সম্পদকে তাঁরই পথে ব্যয় করাকে খোদার কৃপা ও অনুগ্রহ জ্ঞান করে। কিন্তু যারা জাগতিক ধন-সম্পদকেই নিজেদের উদ্দেশ্য ও বিধেয় বানিয়ে নেয় তারা অবহেলার দৃষ্টিতে ধর্মকে দেখে থাকে। কিন্তু প্রকৃত মুমিনের এটি কাজ নয়। প্রকৃত ইসলাম হল, আল্লাহ্ তা'লার পথে নিজের যাবতীয় শক্তি-সামর্থ্য আজীবন উৎসর্গ করতে থাকা যাতে সে পবিত্র জীবনের উত্তরাধিকারী হয়। সুতরাং আল্লাহ্ তা'লা এই পথে উৎসর্গীকরণের বিষয়ে বলেন: (আল-বাকারা: ১১৩) এখানে আসালামা ওয়াজহাহুর অর্থ এটিই যে, আত্ম-বিলীনতা ও বিনম্রতার পোশাক পরিধান করে আল্লাহ্ তা'লার আশ্রয়ে আসা এবং নিজের জীবন, ধন-সম্পদ, সম্মান- মোটকথা যা কিছু তার কাছে খোদার পথে উৎসর্গ করা এবং পৃথিবী ও এর সমস্ত কিছুকে তার সেবকে পরিণত করা। "

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৬৪)

তিনি আরও বলেন, " সাহাবাদের জীবন দেখা উচিত। তারা জীবনকে ভালবাসতেন না, সর্বক্ষণ মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকতেন। বয়াতের অর্থ হল নিজেকে বিক্রয় করে দেওয়া। মানুষ যখন নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে দেয় তখন সে পৃথিবীকে মাঝখানে কেন টেনে আনে। "

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৫০৪)

তিনি আরও বলেন: " সাহাবাগণের সম্পর্কও এই পৃথিবীর সঙ্গে ছিল। তাদের ধন-সম্পদ ছিল, চাষাবাদ ছিল। কিন্তু তাদের জীবনে কীরূপ বিপ্লব সাধিত হল যে, তারা সকলে সহসাই সমস্ত কিছু থেকে মুক্ত হয়ে গেলেন এবং সিদ্ধান্ত নিলেন-

قُلۡ اِنَّ صَلَاتِیۡ وَنُسُکِیۡ وَمَحۡيَایَ وَ

مَمَاتِیۡ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ

অর্থাৎ আমাদের সমস্ত কিছুই আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে। যদি আমাদের মধ্যে এমন ধরণের মানুষ সৃষ্টি হয়ে যায় তবে এর থেকে সম্মানীয় ঐশী বরকত আর কি-ই বা হতে পারে!"

(আল-হাকাম, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৪)

এর পর হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রহ.) রচিত একটি নযম পরিবেশিত হয়। নযমের পর সৈয়্যদ হাসানাত আহমদ সাহেব (ওয়াকফে নও খাদেম) ' ওয়াকফে নওদের দায়িত্বাবলী' বিষয়ের উপর বক্তৃতা রাখেন।

ওয়াকফীনে নওদের দায়িত্বাবলী

প্রিয় হুযুর! আজ এই ক্লাসে খলীফার সেবক এমন সব ওয়াকফীনে নওরা আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছে যারা পনের বছর উত্তীর্ণ হওয়ার পর ওয়াকফের নবীকরণ করে পড়াশোনা শেষ করে নিজেদেরকে উৎসর্গ করার জন্য পেশ করে এই অঙ্গিকার করছে যে, প্রিয় হুযুর আমাদেরকে যেখানেই খিদমত করার সুযোগ দিন না কেন সেটিকে আমরা নিজেদের সৌভাগ্য মনে করব। হুযুরের নিকট দোয়ার আবেদন করব যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের এই ত্যাগ স্বীকারকে নিজ কৃপা গুণে গ্রহণীয়তার মযার্দা দিন এবং আমাদের গ্রহণযোগ্য খিদমত করার তৌফিক দান করুন।

প্রিয় ওয়াকফীনে নও ভাইয়েরা! এটি পরম সৌভাগ্যের বিষয় যে,পিতা-মাতারা তাহরীকে ওয়াকফে নওয়ের সূচনাপর্বেই আমাদেরকে এই আশিসপূর্ণ তাহরীকের জন্য উপস্থাপন করেছেন এবং আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা এমনভাবে করেছেন যে আজ আমরাও নিজেদেরকে ওয়াকফ করার জন্য উপস্থাপন করেছি। আর আমরা কতই না সৌভাগ্যবান যে, যুগ খলীফা আমাদেরকে পদে পদে পরিচালিত করছেন এবং বাস্তবিক খিদমতের জন্য প্রস্তুত করছেন। সৈয়্যদানা ও ইমামানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল-খামেস (আই.) একবার একটি বার্তায় বলেন:

" প্রত্যেক ওয়াকফে নও যারা রীতিমত এই স্কীমের অন্তর্গত অর্থাৎ জামাতের স্থায়ী কর্মী হিসেবে কাজ করুক বা না করুক, সে অবশ্যই

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক বদর কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019 Vol. 2 Thursday, 14 Sep, 2017 Issue No. 37

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 300/- (Per Issue : Rs. 6/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

ওয়াকফে যিন্দগী। তার প্রত্যেক কথা ও কর্ম ওয়াকফে যিন্দগীর মান সম্মত হওয়া বাঞ্ছনীয় যার মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল তাকওয়া। এ বিষয়টিকে সর্বাগ্রে রাখুন যে, আপনাদেরকে তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে এবং প্রত্যেকটি কাজ আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করতে হবে। ..... বিশেষ করে এই সমাজে যেখানে স্বাধীনতার রমরমা চলছে এবং স্বাধীনতার নামে নৈতিক অবক্ষয় সর্বত্র চোখে পড়ছে। এক্ষেত্রে আমাদের নিজেদেরকে প্রত্যেকটি দিক থেকে নিরাপদ রাখতে হবে এবং একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে হবে যাতে অন্যান্য যুবক ও কিশোররাও আমাদেরকে দেখে নমুনা নেয়। এবং এইভাবে আমাদের আহমদী কিশোর ও যুবকদের জন্য নমুনা হয়ে তাদের সংশোধনের কারণ হয়। অতএব এই কথাটি স্মরণ রাখুন যে, আপনাদেরকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর শিক্ষা ও নির্দেশের আলোকে ইসলামী নমুনা অনুসারে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করতে হবে। আর এটি তখনই সম্ভব হবে যখন আপনারা সব সময় খিলাফতে আহমদীয়ার সঙ্গে বিশ্বাস ও অনুরাগের সম্পর্ক রেখে চলবেন এবং যুগ খলীফার প্রত্যেকটি উপদেশকে মান্য করার আপ্রাণ চেষ্টা করবেন। যদি এটি করতে সক্ষম হন তবে আপনারা এই অঙ্গীকার পুরণকারী হবেন যা ওয়াকফে নও হিসেবে খোদা তা'লার সঙ্গে করেছেন বা পিতামাতা আপনাদের জন্মের পূর্বেও ওয়াকফের মাধ্যমে করেছেন। ”

(ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'ইসমাঈল'-এর সূচনা কালে হুযুর আনোয়ারের বার্তা, ১লা এপ্রিল, ২০১২)

অনুরূপভাবে হুযুর আনোয়ার (আই.) একটি ভাষণে একজন ওয়াকফে নও-এর বৈশিষ্টাবলী বর্ণনা করে আমাদের উদ্দেশ্যে বলেন: প্রত্যেক ওয়াকফে নও-এর নিজেরও দায়িত্ব যে, সে তার দৈনন্দিন জীবন এমনভাবে পরিচালনা করে যেন তা খোদা তা'লার পথে আত্ম-উৎসর্গকারীর (ওয়াকফ) মর্যার্দা সম্মত হয়। এর জন্য প্রয়োজন, আপনারা চেষ্টা করতে থাকুন যেন খোদা তা'লার নৈকট্যভাজন হতে পারেন এবং প্রতিটি দিন অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে আঁ হযরত (সা.)-এর প্রতি ভালবাসার ক্ষেত্রে ক্রমশঃ উন্নতির পথে আগুয়ান হন। এর পাশাপাশি সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সঙ্গেও বিশ্বাস ও অনুরাগের সম্পর্ক বজায় রেখে খিলাফতের সঙ্গে পূর্ণ আনুগত্য যেন জীবনের রীতি ও অংশ হয়।। জামাতের ব্যবস্থাপনা যেন আপনাদের দৃষ্টিতে এবং জীবনে যাবতীয় বিষয়ের উপর অগ্রাধিকার পায়। আপনাদের মধ্যে তখনই ওয়াকফে নও-এর মহান দায়িত্বকে উত্তমরূপে পালন করার যোগ্যতা সৃষ্টি হবে যখন আপনাদের মধ্যে সেই বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হবে । আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, আপনাদের জীবনকে তদনুরূপ করে তুলতে হবে, ইসলামের শিক্ষা যা আমাদের কাছে দাবি করে। উঠতে, বসতে, চলতে ফিরতে আপনাদের দৃষ্টান্ত স্পষ্টরূপে শ্রেষ্ঠ হিসেবে পরিলক্ষিত হওয়া দরকার। অন্যথায় মানুষ আপনাদের প্রতি দোষারোপ করার সুযোগ পাবে এবং বলবে এই ওয়াকফে নও-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য উন্নত মানের নয়।”

(যুক্তরাজ্যে বাৎসরিক ইজতেমা উপলক্ষ্যে হুযুর আনোয়ারের ভাষণ, প্রদত্ত ২৬ শে ফেব্রুয়ারী, ২০১১)

তিনি আরও বলেন: “ সব সময় নিজেদের ওয়াকফে নও-এর অঙ্গীকার স্মরণে রাখবেন। এবং এও স্মরণে রাখবেন যে, এই অঙ্গীকার খোদা তা'লার সঙ্গে যিনি অদৃশ্যের জ্ঞান রাখেন। তাঁর কাছে কোন বিষয় গোপন নয়। তিনি আপনাদের সমস্ত কাজ লক্ষ্য করছেন। এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, আপনাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা জিজ্ঞাসাবাদ করবেন এবং যে অঙ্গীকার আপনারা করেছেন তার সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করা হবে। এই কারণে এটি একটি বিরাট বড় দায়িত্ব যা ওয়াকফে নওদের উপর অর্পিত হয়েছে। অতএব এই অঙ্গীকার পুর্ণ করার জন্য এর গুরুত্ব এবং প্রকৃত অর্থ বোঝা দরকার। আপনাদের মধ্যে অনেকে আছেন যারা খুব শীঘ্রই কর্মক্ষেত্রে পদার্পণ করবে বা হয়তো ইতিমধ্যেই যোগ দিয়েছেন। এই জন্য আপনাদের কর্তব্য হল, প্রতিদিন নিজেদের বিষয়ে পর্যালোচনা করা এবং দেখা যে, সত্যিই কি আপনারা এই অঙ্গীকার পুর্ণ করছেন ? আপনারা কি আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য অর্জনে ক্রমশঃ উন্নতি করছেন? তাকওয়ার পথে কি পরিচালিত হচ্ছেন। যদি এই প্রশ্নগুলির উত্তর 'না' হয় তবে আপনাদের ওয়াকফ করা জামাতের কোন উপকারে আসবে না। ”

(ওয়াকফীনে নওদের বাৎসরিক ইজতেমায় হুযুর আনোয়ারের ভাষণ, প্রদত্ত: ৬ই মে, ২০১২)

প্রিয় ভাইয়েরা! আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, আমাদের প্রিয় ইমাম হযরত খলীফাতুল মসীহ আমাদের সাথে ক্লাসে অংশ গ্রহণ করেন। এবং তিনি আমাদেরকে এমন নির্দেশাবলী দিয়ে থাকেন যেগুলি পালন করার মাধ্যমে আমরা ভবিষ্যতে আমাদের উপর অর্পিত গুরু দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা অর্জন করতে পারি। হুযুর আনোয়ার (আই.) একটি ভাষণে উপদেশ দিয়ে বলেন:

বর্তমানে ইসলামের উপর চতুর্দিক থেকে আক্রমণ করা হচ্ছে এবং ইসলামের বিরোধীতায় কত কি-ই না বলা ও লেখা হচ্ছে। এমতাবস্থায় আপনাদেরকে ইসলামকে রক্ষা করার জন্য রুখে দাঁড়াতে হবে। ইসলামী শিক্ষাকে রক্ষা করার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির পূর্ণ প্রচেষ্টা করা উচিত। কিন্তু একজন ওয়াকফে নও-এর ভূমিকা অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি এবং স্পষ্ট হওয়া উচিত। কারণ,ওয়াকফে নও-দের পিতামাতা এই অঙ্গীকার করেছিল যে, তাদের সন্তানের জীবনের প্রতিটি মূহুর্ত ইসলামের সেবার জন্য উৎসর্গিত থাকবে। পনেরো বছর বয়সে উপনীত হওয়ার উপর আপনারা নিজেদের অঙ্গীকারের নবায়ন করেছেন যে, প্রতিটি মূহুর্ত ধর্মের সেবায় নিয়োজিত থাকব। অতএব সেই অঙ্গীকারকে পূর্ণ করে নিজেদের দায়িত্বাবলী বুঝে নিন। আপনারা যেখানে বসবাস করেনন সেই পাশ্চাত্যের সমাজে নিজেদেরকে এমন আলোর প্রদীপ রূপে উপস্থাপন করুন যার মধ্যে জাগতিকতার প্রতি মোহ এবং ক্রীড়া-কৌতুকের কোন উপাদান থাকে না বরং প্রকৃতই নিজেদেরকে আধ্যাত্মিকতার জ্যোতিতে প্রজ্জ্বলিত এক আলোক বর্তিকায় রূপায়িত করুন।

আমি দোয়া করি আপনাদের সবার জীবনে এই জ্যোতি সৃষ্টি হোক। আপনারা যদি এক্ষেত্রে সফলতা লাভ করেন, তবে ইনশা আল্লাহ্ আপনারা আমার এবং অনাগত খলীফাদের দুশ্চিন্তা লাঘবকারী হয়ে উঠবেন। কেননা একটি প্রদীপ থেকে আরেকটি প্রদীপ জ্বলে উঠে। অর্থাৎ নমুনা দেখে নমুনা গ্রহণ করা হয়। আপানদের মধ্যে যারা বড় তারা ওয়াকফে নও তাহরীকের প্রথম ফসল। এই কারণে দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা আপনাদের উপর নির্ভর করছে। আপনাদের দৃষ্টান্তের উপর নির্ভর করেই সেই প্রবণতা সৃষ্টির ভিত রচিত হবে। আমি আপনাদেরকে বলছি, আগুয়ান হন এবং পুণ্যের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টিকারী কান্ডারী হয়ে উঠুন। আপনি মুবাল্লিগ, ডাক্তার, শিক্ষক, ইতিহাসবিদ, অর্থনীতিবিদ, বিজ্ঞানী যাই হন কেন, যে কর্মক্ষেত্রেই কাজ করুন না কেন, নিজেদের উৎকৃষ্ট কার্যকলাপের ছাপ রাখুন। এমন নমুনা দেখান যে, কেবল বর্তমান প্রজন্মই নয় বরং ভবিষ্যত প্রজন্মও আপনাদের জন্য দোয়া করে। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সকলকে এই সমস্ত দায়িত্বাবলী উত্তমরূপে পালন করার তৌফিক দান করুন।

(ওয়াকফে নও-এর সালানা ইজতেমা উপলক্ষ্যে হুযুর আনোয়ারের ভাষণ, প্রদত্ত: ২৬ শে ফেব্রুয়ারী, ২০১১)

প্রশ্নোত্তর সভা

* একজন ওয়াকফে নও হুযুর আনোয়ার (আই.) কে প্রশ্ন করেন যে, কুরআন করীমের যে আয়াতসমূহে যুদ্ধের উল্লেখ রয়েছে ইসলামের নিন্দুকরা সেগুলির উপর আপত্তি করলে আমরা তাদের এই উত্তর দিয়ে থাকি যে, এই আয়াত যখন অবতীর্ণ হয় সেই সময় মক্কার কুফ্ফাররা মুসলামনদের উপর অবর্ণনীয় নিপীড়ন চালাচ্ছিল। আঁ হযরত (সা.) এবং অন্যন্য মুসলমানদেরকে যখন মক্কার কুফ্ফাররা বিতাড়িত করল এবং তাঁরা মদিনায় আশ্রয় গ্রহণ করল, সেখানেও তারা মুসলমানদেরকে শান্তিতে থাকতে দিল না। সেই সময় আল্লাহ্ তা'লা প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধের অনুমতির জন্য এই আয়াত নাযেল করলেন। এই উত্তর শুনে নিন্দুকেরা বলে, আপনারা তো এই দাবি করছেন যে, কুরআন করীমের শিক্ষা সকল যুগের জন্য এবং বর্তমানেও এর শিক্ষা দৈনন্দিন বিষয়ে পথ-প্রদর্শন করে। এমতাবস্থায় কুরআনের এই আয়াতগুলির সঙ্গে বর্তমান যুগের জীবনযাপনের কিসের সম্পর্ক?

হুযুর আনোয়ার বলেন: প্রথমতঃ ইসলামের উপর যারা আপত্তি করে তাদেরকে বলুন যে, কুরআন করীমে দুই হাজারের বেশি আয়াত আছে যেগুলিতে কোন না কোন ভাবে জেহাদের উল্লেখ রয়েছে। জিহাদ ও যুদ্ধের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। প্রত্যেক জিহাদই যুদ্ধ নয়। অপরদিকে কুরআন করীমের তুলনায় বাইবেলে তিন গুণ বেশি অর্থাৎ পাঁচ হাজার বা এর থেকে বেশি এমন আয়াত রয়েছে যেখানে উগ্রতাপ্রিয়, যুদ্ধ-বিগ্রহের আদেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ইঞ্জিলে এই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, কেউ যদি একগালে চড় মারে তবে দ্বিতীয় গালটিতেও চড় মারতে দাও। এই বিষয়েও ২৯০ টি বা ২৯১ টি এমন

এর পর সাতের পাতায়........

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir.